www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

নতুন ধারাবাহিক

বিকল্পিত রাজারহাট

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

শক্তিরূপেণ

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ২৫ ভাদ্র – ৩১ ভাদ্র, ১৪২২ ঃ ১২ সেপ্টেম্বর – ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No. 46, 12 September - 18 September, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্য সরকার আয়োজিত শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছেন নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। এ নিয়েও রাজনীতিবিদরা নেমে পড়েছেন ময়দানে। কে কি বলবেন তাও এখন ঠিক করে দেবেন রাজনীতিকরা।

রবিবার : এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত খুশির হাওয়া নিয়ে এল সেনাদের পরিবারে। এক পদে একই পেনশন চালু করে কেন্দ্রীয় সরকার এক সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারল এতদিনে। প্রথম দিকে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের মধ্যে নানা দাবিতে টালবাহানা হলেও পরে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে উৎসবের মরশুমের আগে বয়ে আনল আনন্দ সংবাদ।

সোমবার : আজও ইস্টবেঙ্গল গর্জন করে। বাঙালির প্রাণের প্রতিযোগিতা কলকাতা লিগে ৪ গোলে হারালো সদ্য আই লিগ জেতা মোহনবাগানকে। ইতিমধ্যে অপরাজিত খেতাবে জিতে নিয়েছে লিগ। সারদায় বেসামাল ইস্টবেঙ্গলে বহুদিন পরে খোলা বাতাস বয়ে গেল।

মঙ্গলবার : সারদা তদন্তের আর এক শিকার ব্যবসায়ী রমেশ গান্ধি। তিনিও নাকি সারদার লেনদেনে যুক্ত। আপাতত সিবিআই হেফাজতে জেরার মুখে রমেশ। মদন মিত্র কয়েকদিন আগে জানতে চেয়েছিলেন সারদা তদন্তের শেষ কবে? রমেশকে ধরে তারই উত্তর দিল সিবিআই। এখনও অনেক বাকি।

বুধবার : তৃণমূলের অস্বস্তি বেড়েই চলেছে। চিন্তা বাড়ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আবেগে ভাসিয়েছেন সকলকে। দুহাত ভরে দলে লোক নিয়েছেন। এখন তাঁরই বিধায়ক দোষী সাব্যস্ত হয়েছে রেলের লোহাচুরির দায়ে। আগে সমাজবিরোধীদের একটা গোষ্ঠীকে বলত 'ওয়াগান ব্রেকার'। তারাও কি এখন রাজনৈতিক দলের নেতা?

বৃহস্পতিবার : রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি। আসলে কয়েকটি পুরভোট। আধাসেনা চাইলেন তিনি। এ জাবাব দিতে হবে তৃণমূল সরকারকেই।

শুক্রবার : দলের ব্যথা ফের বাড়ালেন তৃণমূলের কর্মীরা। রূপাকে বিজেপির চিন্তন শিবিরে জড়ো হয়ে শ্লোগান, গাড়ি আটকে বোঝালেন এরাই শেষ করে দেবে দলটাকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

উস্কানিমূলক ভিডিও–অডিও সিডি পাঠাচ্ছে জঙ্গি সংগঠন

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর

কুনাল মালিক

এ রাজ্যের নদী উপকূলবর্তী উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলগুলিতে আবার নতুন করে জেহাদি মৌলবাদী ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলো তৎপর হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর দুই ২৪ পরগনার বসিরহাট, বনগাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ, মীনাখাঁ, গোসাবা, বাসন্তী এলাকায় ওপার বাংলার জেহাদি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা ভারত বিদ্বেষী নানা উস্কানিমূলক অডিও ও ভিডিও সিডি পাঠাচ্ছে। এপার বাংলার জামাতপন্থী মৌলবাদী সংগঠনের লোকজন সেগুলো কপি করে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে দিচ্ছে। আরও জানা যাচ্ছে, এ রাজ্যের দুই ২৪ পরগনা থেকে বেশ কয়েকজন যুবক বাংলাদেশে জেহাদি প্রশিক্ষণ নিয়ে এরাজ্যে প্রবেশ করে জেহাদি কাজকর্মের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছে। অনেক অনুমোদিত মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার নামে যুবকদের মগজধোলাই করে জেহাদি মনোভাব গড়ে তোলা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর সীমান্ত দিয়ে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ করিয়ে এ রাজ্যে বড় নাশকতার ছক কষেছে ওপার বাংলা ও পাকিস্তানের বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠী। পাকিস্তানের তেহরিক-ই-আলিবান, বাংলাদেশের শহিদ হামজা ব্রিগেড, হুজি, জেএমবি, আনকারুল্লা বাংলা টিমের সদস্যরা মূলত নাশকতার ছক কষেছে। এ রাজ্যের সঙ্গে লাগোয়া রয়েছে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ। এছাড়া বাংলাদেশের ২২১৬ কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে ১৮০ কিলোমিটার অরক্ষিত কাঁটাতারহীন নদীঘেরা আছে। এই নদীপথেই এখন জঙ্গি গোষ্ঠীর আনাগোনা বেশি। গত বছর খাগড়াগড় কান্ডের পর এনআইএ তৎপর হতে জঙ্গি তৎপরতা কমেছিল। কিন্তু বর্তমানে আবার তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি ইয়াকুব মেননের ফাঁসির পর পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এ রাজ্যের তথা দুই ২৪ পরগনার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবকদের জেহাদি কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিয়ে ধর্মের নামে বিভাজন করে, অশান্তি পাকাতে চাইছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরকে সতর্ক করেছে। সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি শুরু করেছে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

ফের সংঘর্ষ তৃণমূলে

অভিযুক্ত গঙ্গাসাগর প্রধান ও দলবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দলের মধ্যে দুর্নীতির প্রতিবাদ করে এবার পঞ্চায়েত প্রধান ও তার দলবলের হাতে আক্রান্ত হলেন খোদ তৃণমূলের আরেক নেতা। গুরুতর জখম প্রভাংশু প্রধান গঙ্গাসাগর পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর গ্রাম সংসদের শাসকদলের প্রস্তাবক। শনিবার সকালে স্থানীয় পুরুষোত্তমপুরে শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রভাংশুকে জোর করে তুলে নিয়ে এসে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে প্রকাশ্যে পোস্টে বেঁধে ব্যাপক মারধরের পাশাপাশি সাদা কাগজে মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ পর খবর পেয়ে সাগর কোস্টাল থানার পুলিশ গুরুতর জখম অবস্থায় প্রভাংশুকে উদ্ধার করলেও চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ। অভিযোগ, অভিযুক্ত প্রধান হরিপদ মণ্ডল ও তার দলবলের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও অভিযোগ নিতে চায়নি। ডান চোখে, মুখে, ডান পায়ের হাঁটু, ঘাড়ে ও পিঠে আঘাত নিয়ে আতঙ্কে প্রভাংশু আত্মগোপন করে রয়েছে। তবে পঞ্চায়েত প্রধান হরিপদ মণ্ডল সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে ফোনে বলেন, 'গ্রাম বিবাদের জেরে প্রভাংশুকে সামান্য মারধর করে গ্রামবাসীরাই পঞ্চায়েত অফিসে নিয়ে এসেছিল। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে প্রভাংশ মুচলেকা দিয়ে চলে যায়। পঞ্চায়েতের সামনে পোস্টে বেঁধে প্রভাংশকে মারধর করা হয়নি। এর বেশি আমি আর কিছুই বলতে পারব না বলে ফোন কেটে দেন।'

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, ২০১৪–১৫ আর্থিক বছরে স্থানীয় বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা ভবানী ওঝার নামে গীতাঞ্জলি প্রকল্পে প্রায় ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। গঙ্গাসাগর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে প্রকল্পের ঘরটি করার দায়িত্ব পায় স্থানীয় ঠিকাদার স্বপন গুছাইত। প্রাপক ভবানী ওঝা ২০১১ সালে নিজের ব্যয়ে তৈরি করা বাড়িতে শুধুমাত্র রং করে প্রকল্পের পুরো টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি থেকে বিডিও ও মহকুমা শাসকের দফতরে এলাকার বাসিন্দাদের গণ দরখাস্ত সহ একাধিক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রভাংশু প্রধান। এমনকি ওই পঞ্চায়েতের এমজিএন-এনআরইজিএস-এর পুকুর খননেও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন প্রভাংশু। সেই আবেদনের ভিত্তিতে তৎকালীন কাকদ্বীপ মহকুমা শাসক তড়িঘড়ি তদন্তের নির্দেশ দেন সাগর বিডিওকে। তারপর থেকেই দলের পঞ্চায়েত প্রধান হরিপদ মণ্ডলের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন প্রভাংশু। বর্তমানে সেই তদন্তও চলছে। অভিযোগ, এদিন সকালে স্থানীয় পুরুষোত্তমপুরে প্রভাংশু শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন। অভিযোগ, হঠাৎ সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ প্রকল্পের প্রাপক ভবানী ওঝার স্বামী হৃষিকেশ ওঠা কিছু কথা বলার জন্য প্রভাংশুকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাইরে ডেকে আনেন। বাইরে তখন গোপনে অপেক্ষা করছিল বেশ কয়েকজন যুবক। অভিযোগ, এরপর সেখান থেকে প্রভাংশুকে জোর করে তুলে আনা হয় বিষ্ণুপুর এলাকার টাওয়ার অফিসের কাছে। সেখানে একটি ঘরের মধ্যে আটকে রেখে অভিযোগ তোলার জন্য বেধড়ক কিল, ঘুঁষির পাশাপাশি চাপ দেওয়া হয় প্রভাংশুকে। তারপরও অভিযোগ তুলতে রাজি না হওয়ায় প্রভাংশুকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসে।

এরপর পাঁচের পাতায়

আক্রান্ত মহিলা কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা রাজপুর ধামাইতলায় গত ৯ সেপ্টেম্বর সকল সাড়ে দশটা নাগাদ তৃণমূলের মহিলা কাউন্সিলরের বাড়িতে ৪০ জনের বাইক বাহিনী ঢুকে ভাঙচুর চালালো। অভিযোগ তৃণমূলের বিরোধী গোষ্ঠী আনওয়ার শেখের দিকে। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার একটি বেআইনি কনস্ট্রাকশনের নির্মাণে বাধা দিয়েছেন বলেই তাকে খেসারত দিতে হলো বলে দাবি ২৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সোনালি রায়ের। ঘটনার খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল রাজপুরের এক ফ্ল্যাটবাড়ির নিচে গফফর আলি মোল্লা নামে এক ব্যক্তি দোকান কিনে যাতায়াতের রাস্তার মধ্যে বেআইনি নির্মাণ শুরু করে। ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা অভিযোগ জানায় সোনালি দেবীকে। তিনি বেআইনি কাজ বন্ধ করে দেন। গফফর খবর দেয় সংখ্যালঘু নেতা আনোয়ার শেখকে। অভিযোগ আনোয়ার গুন্ডা নিয়ে সোনালির বাড়িতে চড়াও হয়। বাড়ির ভিতর ঢুকে সোনালির সঙ্গে বচসার পর বাড়ির ফুলের টবগুলি একটার পর একটা ভাঙতে শুরু করে। শুধু তাই নয় সোনালির হাত মুচড়ে দিয়ে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। এবং অশ্লীল গালি গালাজ শুরু করে। সেই সময় বাড়িতে সোনালির শাশুড়ি ছাড়া কেউ ছিলেন না। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সোনালি ও আনোয়ারের লোকজনের মধ্যে শুরু হয় লাঠি লোহার রড নিয়ে তুমুল সংঘর্ষ। সোনালির অনুগামীরা পাঁচ জন আহত হয়ে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি হয়। বাকি চার জন বাড়িতে চিকিৎসাধীন। দুপরের দিকে সোনালি ও বিজিত আনোয়ারের বাড়িতে গেলে বিজিতের মোটরবাইক আটকে ফের সোনালিকে গালিগালাজ করা হয়। আনোয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ফোন করা হলে তিনি মিটিংএ ব্যস্ত আছেন বলে ফোন কেটে দেন। সোনালির অভিযোগ তিনি আসার পর আনোয়ারের সিন্ডিকেটের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন বলেই এই প্রতিশোধ।

সোনালি বলেন, এখানে মেগাসিটি, ওয়েবেল কোম্পানি, এসপি গ্রুপ, আটরি গ্রুপ, দেবী শেঠি নার্সিং সেন্টার এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট চলছে। পাঁচ বছর ধরে আনোয়ার ও তার দলবল দালালি করে লুটে পুটে খাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমি তা বন্ধ করে দিয়েছি। তাই এই আক্রোশ। দুপুরের দিকে সোনালি সোনারপুর থানায় এফ আই আর করেন। সোনারপুর থানার আইসি অনিল রায় আশ্বাস দেন সবাইকে গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু বাস্তবে ঘোষাল পাড়ায় একটি পুলিশের জিপ টহল দেওয়া ছাড়া আর কোনও তৎপরতা দেখা পাওয়া গেল না পুলিশের।

নেতাজি রহস্য উদঘাটনে দুই রাজ্য

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

নেতাজি রহস্য উদঘাটনে দুই রাজ্যের দুই মুখ্যমন্ত্রীর ঐতিহাসিক ঘোষণায় দেশের নেতাজি

অনুরাগী মানুষ কৌতুহলী হয়ে উঠেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে ঘোষণা করেছেন নেতাজি সম্পর্কে কোনও অস্বচ্ছতা থাকবে না। পুলিশের হাতে থাকা নেতাজি সম্পর্কিত ৬৪টি ফাইল আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর পাবলিক ডোমেনে অর্থাৎ ইন্টারনেটে দেশে-বিদেশের মানুষ দেখার সুযোগ পাবেন। অন্য দিকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনৌ বেঞ্চের পরামর্শ অনুযায়ী ভগবানজীর কক্ষে প্রাপ্ত যাবতীয় নথিপত্র বিজ্ঞান সম্মত ভাবে সংরক্ষণের জন্য ১১.৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন যা দিয়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হবে। উল্লেখ্য, দেশ জুড়ে সম্প্রতি নানা গণমাধ্যমে নেতাজি সম্পর্কে সত্য প্রকাশের দাবি উঠেছিল এবং মোদি সরকারের কাছে বারংবার দাবি জানানো হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার মাধ্যমে। যদিও মোদি সরকার এখনও জানিয়ে যাচ্ছেন নেতাজি সম্পর্কিত কোনও ফাইল প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

নেতাজি তদন্তে নিযুক্ত চেয়ারম্যান মনোজ মুখার্জি জানিয়েছিলেন যে, তিনি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত যে উত্তরপ্রদেশের অনামী সন্ন্যাসী গুমনামী বাবা বা ভগবানজী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন। রাজ্যের বহু মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক এই ঘোষণায় খুশি প্রকাশ করেছেন যদিও নেতাজি অনুরাগী একাংশের মধ্যে সন্দেহ রয়েছে যে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় জনগণের কাছে ফাইলগুলি পৌঁছবে কিনা এ বিষয়ে। কারণ সাংসদ সুগত বসু একদা এই ফাইল প্রকাশের দাবিকে 'নন ইস্যু' বলেছিলেন।

শিক্ষক দিবসের ভিন্ন ছবি দুই ২৪ পরগনায়

আবেগে ভাসলো দক্ষিণ

মেহেবুব গাজি

অনবদ্য শিক্ষকতার স্বীকৃতি পেলেন সুন্দরবনের দুই শিক্ষক। পাথরপ্রতিমার হরিপ্রিয়া হাই স্কুলের অর্থনীতির শিক্ষক চঞ্চল মাইতি শনিবার জাতীয় শিক্ষকের সম্মান পেলেন। এদিন দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে এই সম্মান পান তিনি। পশ্চিম মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের খোদামবাড়ির আদি বাসিন্দা বছর চৌষট্টির চঞ্চলবাবু মহিষাদল কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করার পর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এমএ পাশ করেন। প্রথমে পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে যোগ দেন তিনি। তারপর থেকে একটানা সুন্দরবন এলাকায় শিক্ষার প্রসারে নিরন্তরভাবে কাজ করে চলেছেন চঞ্চলবাবু। আগামী বছরে অবসর নেবেন তিনি। কিন্তু এবার জাতীয় শিক্ষকের মর্যাদা পেয়ে আপ্লুত সদা মিষ্টভাষী চঞ্চল মাইতি। অন্যদিকে জয়নগরের দক্ষিণ বারাসতের খাটসাড়ার বাসিন্দা সুকুমার মণ্ডল শুক্রবার রাজ্য সরকারের শিক্ষারত্ন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। নজরুল মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন তিনি।

ডানদিকে যখন দিল্লিতে জাতীয় শিক্ষক সম্মানের জন্য অপেক্ষা করছেন চঞ্চল মাইতি তখন রাজ্যে শিক্ষারত্ন হলেন সরিষার শিক্ষক সুকুমার মন্ডল (উপরে)।

স্থানীয় সরিষাদহ অবৈতনিক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুকুমারবাবু। সদ্য শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি। সুন্দরবন এলাকার পিছিয়ে পড়া সরিষাদহ গ্রামের ছেলেমেয়েরা একসময় স্কুলেই আসত না। বছর তিরিশ আগে সহ শিক্ষক হিসেবে স্কুলে যোগ দেন। পরে টানা এগারো বছর ওই স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। শিক্ষকরত্ন পুরস্কার হাতে পাওয়ার পর আপ্লুত সুকুমারবাবুও।

শনিবার পুরস্কার হাতে পাওয়ার পর চঞ্চলবাবু ফোনে জানান 'আমি কোনও দিন পুরস্কার পাব বলে কাজ করিনি। কিন্তু জাতীয় স্তরের এই স্বীকৃতি জল-জঙ্গলে ঘেরা সুন্দরবনের নতুন প্রজন্মের শিক্ষকশিক্ষিকাদের প্রেরণা যোগাবে।' পাশাপাশি এদিন সুকুমারবাবুও বলেন, 'এক সময় ওই এলাকার কচিকাঁচারা কেউ স্কুলে আসতে চাইত না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এলাকার বাসিন্দাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের বুঝিয়ে বাচ্চাদের প্রথম স্কুলে আনি। এখন ওই এলাকার প্রায় সমস্ত ছেলেমেয়ে স্কুলে আসে। এটাই আমার জীবনের বড় স্বীকৃতি।'

অবহেলার নিদর্শন উত্তরে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

শিরোনাম দেখে যে কোনও শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের মনে খটকা লাগতেই পারে। অথচ এ ধরনেরই একটি ঘটনা ঘটে গেল সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়ায়। গত ৬ সেপ্টেম্বর হাবড়ার 'কলতান' প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষক দিবস পালন ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্বর্ধনাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি'র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শাখা। যার আহ্বায়ক ছিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির সভাপতি সম্রাট চট্টোপাধ্যায়। এহেন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেলেন না হাবড়ারই প্রফুল্ল নগর বিদ্যাপীঠ (উচ্চ মাধ্যমিক) ফর বয়েজ এর প্রধান শিক্ষক তথা 'জাতীয় শিক্ষক' পুরস্কারপ্রাপ্ত সত্যজিৎ বিশ্বাস। এই ঘটনা হাবড়ার সমগ্র শিক্ষিত সমাজ ও সংস্কৃতি মনস্ক মানুষকে বিস্মিত করে। তাদের মতে এই প্রফুল্লনগর বিদ্যাপীঠ বৃহত্তর হাবড়ার মধ্যে এক ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বিগত বছরগুলিতে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে তার সাক্ষ্য বহন করে। একটা বিদ্যালয়কে ধরে রাখার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে সত্যজিৎ বিশ্বাস তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর তিনি জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার পেয়েছেন। স্থানীয় কবি, সাংবাদিক পাঁচু গোপাল হাজরা বলেন, 'সত্যজিৎ বিশ্বাস আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। নিপাট ভদ্রলোক এবং অত্যন্ত ভাল মানুষ। গত বছর যখন তিনি জাতীয় শিক্ষক-এর পুরস্কার নিতে দিল্লি যান, আমি অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। হাবড়ার সেই জাতীয় শিক্ষক হাবড়ারই শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেই, এটা ভাবতেই অবাক লাগছে। অথচ দেখা গেল, এই অনুষ্ঠানে দূরবর্তী একজন জাতীয় শিক্ষক যিনি গোবরডাঙার বাসিন্দা এবং বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত, তাকে আমন্ত্রণ করে আনা হল। যা বৃহত্তর হাবড়ার ক্ষেত্রে অসম্মানজনক।' পাঁচুবাবু আরও বলেন, 'সত্যজিৎবাবু উদ্যোক্তাদের কাছে যে অপরিচিত, তাও নয়। কারণ তারই ছোট ভাই হাবড়া পুরসভারই একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি।' প্রফুল্লনগর বিদ্যাপীঠের কেমিস্ট্রি শিক্ষক নিলয় দে বলেন, 'এটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অসম্মান।'

এরপর পাঁচের পাতায়

অর্থবাজারে অস্থিরতা অব্যাহত

গণেশ বোধনের মধ্যে দিয়েই হয়তো নয়া উত্থানের রথ অগ্রসর হবে

শুদ্ধাশিস গুহ

প্রথমে ছিল গ্রিস নিয়ে চিন্তার ব্যাপার। এখন সেই সমস্যা কাটলেও প্রধান সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে চিনের শেয়ার বাজারের ব্যাপক পতন পর্ব। কারণ চিন হল আমেরিকার পর দুনিয়ার দ্বিতীয় প্রধান অর্থনীতি। তাই চিনাদের সমস্যায় সারা বিশ্বের অর্থনীতি যে টলমল হবে তা খুব স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হল চিনের অর্থনীতির বিপদ কি মার্কিন মুলুকে ২০০৮ সালে ঘটে যাওয়া ডামাডোলের থেকেও ভয়ঙ্কর? যদি সেটা হয়ে থাকে তবে ২০১৫–র নিরিখে ভারত তো বটেই সারা পৃথিবীর অর্থনীতি থমকে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং আরো অনেকটাই নিচে চলে আসতে পারে। এর মধ্যে মাঝেমধ্যে একটা–দুটো ভালো দিন বা সপ্তাহ খানেকের উত্থান পর্ব হয়তো চলবে। কিন্তু তা সাময়িক। বরং ভারতীয় বাজার মানে নিফটি সাত হাজারের ঘর ভেঙে ৬৫০০–র আবর্তেও ঢুকে পড়তে পারে। এর উলটো মতও বর্তমান। বাজার বিশেষজ্ঞদের সেই অংশ মনে করছে ৭২০০–৭৪০০–র মধ্যে কোনও এক জায়গাতে নোঙর করতে পারে নিফটি ভিত গড়ে তোলার জন্য। সবথেকে বড় কথা জুন মাসের মতোই সেপ্টেম্বর মাস বরাবরের মতো ভারতের বাজারের জন্য ভালো খবর বয়ে আনতে পারেনি। ঐতিহাসিক তথ্য ঘেটে দেখলেই এই সূত্র পাওয়া যাবে। ফলে সেপ্টেম্বর কেটে অক্টোবর পড়ে যাওয়া মাত্র এদেশে যে পুজো পর্ব শুরু হবে তা থেকেই হয়তো চাকা ঘুরবে ভারতীয় বাজারেরও। অবশ্য অক্টোবর যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে দেশের ব্যবসার ধারক–বাহক দেবতা গণেশ চতুর্থীতে মেতে উঠবে বাণিজ্য নগরী মুম্বই। হয়তো সিদ্ধিদাতার কৃপালাভেই অর্থনীতির এই সাপ–লুডো পর্বের অবসান ঘটবে।

নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর নরেন্দ্র মোদি–অরুণ জেটলি জুটি চেয়েছিলেন সংস্কারের রথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তাদের বাধা দেওয়ার মতো শক্তি বিরোধীদের কাছে লোকসভাতে না থাকলেও রাজ্যসভায় সংখ্যালঘু বিজেপি–কে কোণঠাসা করতে সব বিরোধীরাই অগ্রসর হয়েছে। এদের মধ্যে আবার বামপন্থী এবং তৃণমূলের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হচ্ছে। রাজ্যে এদের মধ্যে বিস্তর ঠোকাঠুকি থাকলেও অর্থনীতির ব্যাপারে সাবেকি রক্ষণশীলতা এই দুই দলের কাছেই সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। বিশ্বায়নের উলটো পথে হেঁটে সেই পুরনো ভর্তুকির পক্ষে সওয়াল করছেন এরা। ফলে রাজ্যসভায় বিল পাশ করাতে না পেরে প্রধানমন্ত্রীকে আশ্রয় নিতে হচ্ছে অর্ডিন্যান্সের। যা গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে আদৌ মানানসই নয়। যদিও গত কয়েক মাস যাবৎ এই বিষয়ে আবার খানিকটা

অর্থনীতি

উলটো সুর দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের ক্ষেত্রে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, সারদা ঘোটালা থেকে নিজেদের বাঁচাবার তাগিদে কার্যত রাজ্যসভার কক্ষে বিজেপির দিকে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে তৃণমূল। সবথেকে অবাক করছে কংগ্রেসের ভূমিকা। দীর্ঘ ১০ বছর ক্ষমতায় থাকার সময়ে ইউপিএ–র আমলে মনমোহন সিং, চিদম্বরম এবং যোজনা কমিশনের তৎকালীন ডেপুটি চেয়ারপার্সন মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়ারা মিলে সংস্কারের এক ত্রিভূজ গড়ে তুলেছিলেন। সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে বিশেষ পাত্তা না দিয়েই সেসময় কংগ্রেস সংস্কারের রথ ছোটাতে চেয়েছিল। অথচ যখন বিজেপি কার্যত সেই একই পথে এগোতে চাইছে তখন কংগ্রেসের নীরবতা বা ক্ষেত্র বিশেষে বিরোধীদের সঙ্গে মিলে থাকা রাজনীতির পঙ্কিল আবহকেই তুলে ধরছে। কংগ্রেস কী ভুলে গিয়েছে যে এদেশে সংস্কারের সূচনা প্রধানমন্ত্রী হয়েই লাগু করেন মনমোহন সিং। তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় গিয়েছিলেন মরক্কোয় জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড বা গ্যাট চুক্তিতে সই করতে। সেই কংগ্রেসের ভোলবদল নিঃসন্দেহে বিস্ময় বাড়াচ্ছে বই কমাচ্ছে না।

এখানে মনে রাখা বিশেষ জরুরি ভারতীয় বাজার বা এদেশের অর্থনীতির যা রসদ রয়েছে তা যাবতীয় খারাপকে সহজেই দূরে সরাতে পারে। সামপ্রতিক অতীতেই এই জুন মাসে ব্যাপক ভরাডুবির পর ভারতের নিফটি যখন ৮ হাজারের ঘর ভেঙে ক্রমশ কুডাক দিচ্ছে তখন হঠাৎ করেই চেগে ওঠে ভারতের সূচকদ্বয়। বিশ্ব বাজারের সাময়িক উত্থানও তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। এর জলজ্যান্ত নিদর্শন হল, ভারতীয় শেয়ার বাজারে নিফটির ৮৬০০–র ঘর পেরনো। একইভাবে সেনসেক্সও ২৯ হাজারের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল কলার তুলে। ভারতীয় বাজারের তৎকালীন উত্থানের পিছনে অন্যতম প্রধান উপাদান হল বর্ষার সঠিক আগমন। যদিও পরে ফের সেই বর্ষার গ্রাফ নিম্নমুখী হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন গত জুন মাসে বা তার এক দুমাস আগে থেকে ভারতীয় শেয়ার বাজারে যে খারাপ সময় সাময়িকভাবে এসেছিল তা ত্বরান্বিত করার পেছনে বর্ষার ঘাটতির সম্ভাবনাও একটা বড় কারণ ছিল। ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বর্ষা একটা বিশাল ভূমিকা পালন করে। বেশ কিছু সেক্টর বা ক্ষেত্র রয়েছে যার উৎপাদন বৃদ্ধি বা লাভজনক পরিস্থিতির ওপর বর্ষা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে থাকে। সেই ধরনের কোম্পানিগুলি কম বর্ষায় মার খাবে তা বলাইবাহুল্য।

তাই বৃষ্টিপাত ঠিকঠাক হলে সেদিক থেকে অনেকটাই মেরামত হয়। আর এইসব সেক্টর ভালোমতো চললে শেয়ার বাজার ঠিকঠাক হতে বাধ্য। এখন মূলত অভ্যন্তরীন সংকট থেকে মুক্তি পেলেও বেশ কিছু বিদেশি খবরের জল্পনা ভারতকে চিন্তান্বিত করে তুলেছিল। যার মধ্যে নিঃসন্দেহে গ্রিস একটা বড় জায়গা নিয়েছিল। সেদিক থেকে সম্প্রতি গ্রিসের গণভোটের পরে যে নেতিবাচক কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল তা পরবর্তীকালে কেটে যায় গ্রিসের সরকারের ইতিবাচক মনোভাবে। একইসঙ্গে ফ্রান্স, জার্মানি, হল্যান্ড, ইতালি, ইংল্যান্ড এবং সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তরিক ভাবে চেয়েছিল গ্রিস সমস্যার সমাধান হোক। কারণ গ্রিসের সঙ্গে বাণিজ্যে জড়িত মোটামুটিভাবে ইউরোপ–আমেরিকা সকলেই। একইভাবে গ্রিস ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে নিয়েছে তা ফিরে পাওয়ারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সব দিক থেকেই গ্রিসের এই সংকট প্রভাব ফেলেছিল বিশ্ব আর্থিক বাজারে। স্বাভাবিক ভাবেই তার আঁচ চলে এসেছিল ভারতেও। বর্তমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এখানে স্মরণে রাখা দরকার সারা পৃথিবীতে ২০০৮ সালে যে ব্যাপক আর্থিক মন্দা পরিলক্ষিত হয়েছিল তার একটা বড় কারণ হল আমেরিকার ব্যাঙ্ক লেম্যান ব্রাদার্সের ভরাডুবি ঘটা। এটাও নিশ্চয়ই অবগত আছে সেই মার্কিন ব্যাঙ্কের খারাপ পরিস্থিতির সময় ভারতীয় নিফটি তার বিগত দিনের সবচেয়ে নিচু অবস্থান অর্থাৎ ২হাজারের ঘরে চলে এসেছিল। সেনসেক্সও সেই সময় ৮ হাজারের নিচে অবস্থান করছিল। এখন অবশ্য সেই রসাতল থেকে অনেক বড়ো অট্টালিকার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। মাঝখানে ম্যাট ইস্যু নিয়ে গত এপ্রিলে যখন বাজার পড়তে শুরু করে তখন কিছু বিশেষজ্ঞ এমনও বলতে শুরু করেছিলেন যে ভারতে শেয়ার বাজারে আপাতত বড়ো ধস নামতে চলেছে। তাদের ঘোষণা অনুযায়ী ভারতীয় নিফটির ৭ হাজার বা ৬ হাজারের ঘরে এসে যাওয়ার কথা ছিল। সেই সময় এস পি তুলসিয়ানের মতো গুটি কয়েক প্রকৃত অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ জোরের সঙ্গে দাবি করেছিলেন ভারতীয় নিফটি ৮ হাজারের নিচে যাবে না। ম্যাজিকের মতো তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান মিলে যায়। নিফটি গত ১১ এবং ১২ জুন ৮ হাজারের সামান্য নিচে গিয়েও বাউন্স ব্যাক করে। যদিও পরবর্তীকালে চিন থেকে আগত প্রবল অর্থনৈতিক সুনামি শেয়ার বাজারের সেই বাঁধকে ভেঙে চৌচির করে দিয়েছে। এটা অবশ্য ভারত বলে নয় দুনিয়ার সব বাজারেই পতনের প্রাবল্য ঘনীভুত হয়েছে।ম্যাট ইস্যুতে বিদেশি ক্রেতা এফআইআইদের স্বার্থ বজায় রেখেই এগিয়েছে কেন্দ্র। শত প্রতিকূলতার মধ্যে আরও অর্থনৈতিক বিপ্লব আনতে চেয়েছে মোদি সরকার। সরকারের সেই উদ্যোগের ফল হয়তো আগামী দিনে দেবে বাজার। এখন ব্যর্থতার ঢক্কানিনাদে গা ভাসাতে চাইছেন বেচুবাবু (বিক্রেতা)–রা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১২ সেপ্টেম্বর – ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

মেষ: মানসিক শান্তি এখনই আসবে না। উদ্বিগ্নভাব থেকেই যাবে। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভে আপনি কিছুটা উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। লেখাপড়ায় শুভ হবে।

বৃষ: আয় ভালই হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন এবং খরচের যোগও রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কবিত্ব শক্তি বা লেখনী শক্তি বৃদ্ধি পাবে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল।

মিথুন: কর্মে উন্নতি অথবা নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকলেও ক্ষতি হবে না। অন্যের সঙ্গে বুঝে কথা বলবেন।

কর্কট: আপনার ব্যক্তিত্বের জোরে সকল কাজ সুন্দরভাবে করতে পারবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। গৃহে শান্তি থাকবে না। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। কিন্তু দায়িত্ব বাড়বে। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও খরচ প্রচুর বাড়বে।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দেওয়ার আগে ভাল করে চিন্তা–ভাবনা করবেন। কথাবার্তায় সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা বিপদে পড়তে পারেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষত্ব থাকবে।

কন্যা: নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। যাঁরা কর্ম করেন তাঁদের পদোন্নতির শুভ যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। অযথা মাথা গরম করবেন না। জলপথে ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

তুলা: বাধার মধ্যেও সাফল্যের আশা দেখতে পাবেন। আর্থিক মোটামুটি শুভ। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। স্নেহ–প্রীতির যোগ থাকলেও ততটা শুভ ফল পাওয়া যাবে না। ভাগ্যের শুভ প্রভাবে অনেকটা এগিয়ে যেতে সমর্থ হবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক: লেখাপড়ায় শুভাশুভ মিশ্রফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে তেমন শুভ ফল আশা করা যায় না। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। রক্ত চাপের হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

ধনু: ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। আয় মোটামুটি শুভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা। উচ্চ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাতে আপনি লাভবান হবেন। আপনার চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিকতা থাকবে।

মকর: ব্যবসা–বাণিজ্যের দিক থেকে আগের তুলনায় কিঞ্চিৎ লাভযোগ দেখা যায়, যোগাযোগমূলক কাজে ধীরে ধীরে হাত দিতে পারেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক নয়, কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ। সাবধান না থাকলে ক্ষতি হতে পারে। শিক্ষায় মিশ্রফল পাবেন।

কুম্ভ: লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে বাধা আসবে, গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ও বন্ধুত্ব যোগ শুভ ফলের নির্দেশ করে। সুন্দর মানসিকতার বিকাশ ঘটবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। আর্থিক উন্নতিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে।

মীন: শিক্ষায় শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবনে। ভ্রমণে কোনও বাধা নেই।

প্রাথমিক টেট প্রার্থীদের জন্য পর্ষদের হেল্পলাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাথমিক টেট–সংক্রান্ত কোনও বিষয় জানতে চাইলে কিংবা নথিপত্র–সংক্রান্ত কোনওরকম প্রশ্ন থাকলে প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট জেলার হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে অথবা হেল্প–ডেস্কের ঠিকানায় যোগাযোগ করে জানতে পারা যাবে।

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা

কাজের খবর

পর্ষদ একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, প্রাথমিকের টেট–সংক্রান্ত কোনও বিষয় জানতে চাইলে কিংবা নথিপত্র–সংক্রান্ত কোনও বিষয় জানতে চাইলে কিংবা নথিপত্র–সংক্রান্ত কোনওরকম প্রশ্ন থাকলে প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট জেলার হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে অথবা হেল্প ডেস্কের ঠিকানায় যোগাযোগ করে জানতে পারা যাবে। প্রার্থীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন জেলায় এই হেল্পলাইন নম্বর ও ডেস্ক চালু করেছে পর্ষদ। নীচে জেলা অনুযায়ী হেল্প–ডেস্কের ঠিকানা ও হেল্পলাইন নম্বরের তালিকা দেওয়া হল। পরীক্ষা অবধি এই হেল্পলাইনগুলি চালু থাকবে। উল্লেখ্য, আগামী ১১ অক্টোবর সরকারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষক বাছাইয়ের পরীক্ষা তথা টেট। পরী৪া শুরু হবে বেলা ২টো থেকে।

বাঁকুড়া : বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, বিদ্যা ভবন, কোর্ট কম্পাউন্ড, পোঃ ও জেলা : বাঁকুড়া, পিন ৭২২ ১০১। ফোন : (০৩২৪৪২)২৫৭০৬৭।

পুরুলিয়া : পুরুলিয়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, পোঃ ও জেলা : পুরুলিয়া, পিন–৭২৩ ১০১। ফোন : (০৩২৫২)২২৫৫৫৯, ৯৪৩৪৩ ৭০৭০১, ৮৯৪৪৮ ২৫৬০৪।

বীরভূম : বীরভূম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, বিদ্যাসাগর ভবন, পো ঃ সিউড়ি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১ ১০১। ফোন : ৯৭৩৪৩–৭০৭০১, ৮৯৪৪৮ ২৫৬০৪।

বর্ধমান : বর্ধমান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, নেতাজি ভবন, কাছারি রোড, পোঃ ও জেলা : বর্ধমান, পিন–৭১৩ ১০১। ফোন (০৩৪২)২৬৬২৩৭১, ২৬৬২৩৭২।

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, হাকিমপাড়া, ৫২, রাসবিহারী সরণি, পোঃ শিলিগুড়ি, জেলা : দার্জিলিং, পিন–৭৩৪ ৪০১। ফোন : (০৩৫৩)২৫৩৬১৪৭।

জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, নুর মঞ্জিল ভবন, ডিবিসি রোড, পোঃ ও জেলা : জলপাইগুড়ি, পিন–৭৩৫ ১০১। ফোন : (০৩৫৬১)২৩২০৩৫, ২২৮৮৩৯।

কোচবিহার : কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, পোঃ ও জেলা : কোচবিহার, পিন ৭৩৬ ১০১। ফোন : (০৩৫৮২)২২৪৪২।

আলিপুরদুয়ার : আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, দামোদর দেবনাথ সরণি, মারোয়াড়ি পট্টি, আলিপুরদুয়ার ৭৩৬ ১২১। ফোন ৯৮৮৩৩ ৮৬০৮৪, ৯৮৩২৬ ১৬৩৫০।

উত্তর দিনাজপুর : উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, কর্ণজোড়া, পোঃ রায়গঞ্জ, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পিন ৭৩৩ ১৩০। ফোন : (০৩৫২৩)২৪৬২৩১, ৭০৭৬৭–৪৪৭০৫, ৭০৭৬৯–২৬৩৮৯।

দক্ষিণ দিনাজপুর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, বেলতলা পার্ক, পোঃ বালুরঘাট, জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর , পিন : ৭৩৩ ১৩০। ফোন : (০৩৫২৩)২৪৬২৩১।

হুগলি : হুগলি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, পান্ডুটুলি রোড, পিপুলপাতি, জেলা : হুগলি, পিন – ৭১২ ১০৩। ফোন : (০৩৩)২৬৮০ ৪৫৬৭।

হাওড়া : হাওড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, শিক্ষা ভবন, ১৮, নিত্যধন মুখার্জি রোড, জেলা : হাওড়া, পিন – ৭১১ ১০১। ফোন : (০৩৩)২৬৪১ ৪৫৬৭।

কলকাতা : কলকাতা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, শিক্ষা ভবন, ২৭এ, বোসপুকুর রোড, চতুর্থ তল, কলকাতা–৭০০ ০৪২। ফোন : ৯০৬২০ ৬২৮৮৫, ৯৮৮৩২ ৮০৫৭৫।

মালদা : মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, অতুলচন্দ্র মার্কেট, পোঃ ও জেলাঃ মালদা, পিন ৭৩২ ১০১। ফোন : (০৩৫১২)২৫৮৫৩৫, ৭৬০২৩ ৪০৫৬৯।

মুর্শিদাবাদ : মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, পঞ্চানন তলা, পোঃ বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন– ৭৪২১০১। ফোন : ৯৪৭৪৩ ২১১৬২, ৯৫৯৩৫ ৩১৫১৪।

নদিয়া : নদিয়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, বর্ণপরিচয় ভবন, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন ৭৪১ ১০১। ফোন : (০৩৪৭২)২৫২৮৮৫২।

উত্তর ২৪ পরগনা : উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, ৯৭/৯৭এ, কে এন সি রোড, বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০ ১২৪। ফোন : (০৩৩)২৫৫২–০০১১, ২৫৫২–০০১২।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, ১৯বি, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা–৭০০ ০১৯। ফোন : (০৩৩)২৪৬১ ১৭৫৩, ২৪৬১ ০৭৮০।

পশ্চিম মেদিনীপুর : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, রবীন্দ্রনগর, পোঃ ও জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১ ১০১। ফোন : (০৩২২২)২৭৫৬৭০, ২৭৫৪৮০।

পূর্ব মেদিনীপুর : পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ, সালগেছিয়া (তমলুক রেলস্টেশনের কাছে), পোঃ তমলুক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১ ৬৩৬। ফোন : (০৩২২৮)২৬৩১১৬, ২৬৩১১৭।

জীবনবিমায় কেরিয়ার এজেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছু কেরিয়ার এজেন্ট নেবে জীবনবিমা নিগমের ইস্টার্ন জোনাল অফিস (কলকাতা) কাজ করতে হবে কলকাতার পোস্টাল এলাকায়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট।

বয়স : ২১–৯–২০১৫ তারিখে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও অভিজ্ঞ প্রার্থীরা ৫ বছরের ছাড় পাবেন।

জীবনবিমা নিগমের পূর্বাঞ্চলীয় কেরিয়ার এজেন্ট'স ব্রাঞ্চ ১–এর মার্কেটিং বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচিতরা প্রথম ৩ মাস মাসিক ১,২৫০ টাকা এবং পরবর্তী ২ বছর ৯ মাস (৩৩ মাস) মাসিক ২,৫০০ টাকা স্টাইপেন্ড পাবেন। এছাড়াও ব্যবসার ওপর কমিশন এবং স্কুটার–বাইক কেনার অগ্রিম টাকা পাওয়া যাবে। প্রার্থীদের পরে ইনশিওরেন্স রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পরীক্ষায় বসতে হবে। ট্রেনিংয়ের সময় এই পরীক্ষার জন্য তাঁদের প্রস্তুত করে দেওয়া হয়।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ২৭ সেপ্টেম্বর লিখিত পরীক্ষা হবে ফল প্রকাশিত হবে ২৮ সেপ্টেম্বর।

নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদন করতে হবে। আবেদনের ফর্ম পাওয়া যাবে নীচের ঠিকানায়। ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট, বয়সের ছাড় চাইলে তফসিলিদের ক্ষেত্রে কাস্ট সার্টিফিকেট, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট ও সেগুলির নকল–সহ কাজের দিন এই ঠিকানায় উপস্থিত হয়ে দরখাস্তের ফর্ম পূরণ করে সেদিনই জমা দেওয়া যাবে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর। যোগাযোগের ঠিকানা : হিন্দুস্থান অ্যানেক্স বিল্ডিং, ৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলকাতা ৭০০ ০৭২। ফোন : ২২১২ ৪৫৮০, ৯৮৮৩০ ৮৭৩৭৫।

ইসরোয় ১১২ ড্রাইভার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১২ জন ড্রাইভার নেবে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো)। লাইট ভেহিক্যাল ড্রাইভার, হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভার ও স্টাফ কার ড্রাইভার পদে নিয়োগ হবে সংস্থার আমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, শ্রীহরিকোটা ও তিরুবনন্তপুরম কেন্দ্রে।

পোস্ট নম্বর ১ : লাইট ভেহিক্যাল ড্রাইভার : কেন্দ্র অনুসারে শূন্যপদ আমেদাবাদ ৭টি, (সাধারণ ৫, তফসিলি উপজাতি ১ ওবিসি১)। বেঙ্গালুরু ১৫টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। হায়দরাবাদ ৮টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। শ্রীহরিকোটা ১৩টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। তিরুবনন্তপুরম ২৬টি (সাধারণ ১৭, তফসিলি জাতি ৩, ওবিসি ৬)।

পোস্টনম্বর ২ : হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভার : কেন্দ্র অনুসারে শূন্যপদ – আমেদাবাদ ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি১)। বেঙ্গালুরু ৪টি (সাধারণ ২, ওবিসি ২)। শ্রীহরিকোটা ১৭টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪)। তিরুবনন্তপুরম ১৬টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি ৫)।

পোস্ট নম্বর ৩ : স্টাফ কার ড্রাইভার : কেন্দ্র অনুসারে শূন্যপদ – বেঙ্গালুরু ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি১)।

লাইট ভেহিক্যাল ড্রাইভার পদের ক্ষেত্রে আমেদাবাদ কেন্দ্রে ১টি, বেঙ্গালুরুতে ৩টি, শ্রীহরিকোটায় ২টি ও তিরুবনন্তপুরম কেন্দ্রে ১৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জনঞ সংরক্ষিত হবে। হেভি ভেহিক্যাল ড্রাইভার পদের ক্ষেত্রে আমেদাবাদ কেন্দ্রে ১টি, বেঙ্গালুরুতে ২টি, শ্রীহরিকোটায় ২টি ও তিরুবনন্তপুরমে ৭টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সব পদের ক্ষেত্রেই অনন্ত মাধ্যমিক পাশ। লাইট ভেহিক্যাল ড্রাইভার ও স্টাফ কার ড্রাইভার পদের ক্ষেত্রে লাইট ভেহিক্যাল চালানোর ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। হেভি ভেহিক্যাল চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সঙ্গে উপযুক্ত বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে। লাইসেন্স পাওয়ার পরে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকতে হবে।

বয়স : ২৪–৯–২০১৫ তারিখে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। **দক্ষ** খেলোয়াড়রাও সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষার তারিখ ৮ নভেম্বর।

লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র : আমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, গুয়াহাটি, হায়দরাবাদ, নয়াদিল্লি, তিরুবনন্তপুরম। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ ডাকে কললেটার পাঠানো হবে।

বেতনক্রম : সব পদের ক্ষেত্রেই ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা।

এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : ISRO HQ : ICRB : 05,2015 Dated 04.09.2015.

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.isro.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করার পরে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি টুকে রাখবেন। ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের পরে ওয়েবসাইট থেকেই মোট তিন অংশের পেমেন্ট চালান ডাউনলোড করে সেটির প্রিন্ট আউট নিতে হবে। ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চালান ডাউনলোড করতে হবে। চালানের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় ফি জমা দেওয়া হবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। কোন অ্যাকাউন্টে ফি জমা দিতে হবে তা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে। এবার চালানের 'ইসরো' অংশটি খামে পুরে পাঠাতে হবে সংস্থার প্রযোজ্য কেন্দ্রের ঠিকানায়। সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় চালান পৌঁছতে হবে ৭ অক্টোবরের মধ্যে।

চালান ভরা খামের ওপর লিখবেন : 'ICRB-RECRUIT-MENT OF ....' শূন্যস্থানে পদের নাম (LVD/HVD/SCD-যেমন প্রযোজ্য) লিখবেন। তফসিলি ও প্রাক্তন সরমকর্মীদের ফি লাগবে না।

কেন্দ্র অনুসারেচালান পাঠানোর ঠিকানা :

আমেদাবাদ : Senior Administrative Officer (Recruitment). Space Application Centre, Ambawadi Vistra P.O., Jodhpur, Tekra. Ahmedabad 380 015,

বেঙ্গালুরু : Senior Administrative Officer (Recruitment), ISRO Satelite Centre, P.B. No. 1795, HAL Airport Road, Vimanapura Post, Bengaluru 560 017.

হায়দরাবাদ : Senior Administrative Officer (Recruitment), National Remote Sensing Centre, Department of Space, Balanagar, Hyderabad-500 037,

শ্রীহরিকোটা : Senior Administrative Officer (Recruitment), Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota Range, P.O. 524 124, Nellore District, Andhra Pradesh.

তিরুবনন্তপুরম : Senior Administrative Officer (Recruitment), Vikram Sarabhai Space Centre, ISRO P.O. Thiruvananthapuram 695 022.

ইলিশ সংরক্ষণে কোমর বেঁধে নামছে মৎস্য দপ্তর

রিম্পি ঘোষ : গত ৩১ অগস্ট হুগলি জেলা মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে চুঁচুড়ার মীনভবনে ইলিশ সংরক্ষণের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কর্মশালায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহেবুব রহমান, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারন) কৌশিক ভট্টাচার্য, পঃ বঃ সরকারের মৎস্য উপদেষ্টা কমল ঘোষ। মূলত যারা গঙ্গায় মাছ ধরে সেই সকল মৎস্যজীবী ও পাইকারি বাজারের মাছ বিক্রেতাদের নিয়ে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশের ডিম পাড়ার সময়। তাই সমগ্র দেশের একমাত্র পরিযায়ী প্রজাতির এই অর্থকরী মৎস্যের বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে এই সময় পূর্ণিমার ৫ দিন আগে ও ৫ দিন পরে গঙ্গায় ইলিশ ধরা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে বলা হয় মৎস্যজীবীদের। এর পাশাপাশি মৎস্য বিশেষজ্ঞরা সেমিনারে জানান, ৯০ মিমি (৯ সে.মি. বা ৪ ইঞ্চি) কম ফাঁস যুক্ত মোনোফিলামেন্ট জাল ব্যবহার বন্ধ করা প্রয়োজন। জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহেবুব রহমান বলেন, সমগ্র জেলাতে প্রায় ২৬,০০০ মৎস্যজীবী আছে। তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে ৫০০ গ্রাম ওজনের কম ইলিশ যেন ধরা না হয়। একটি পূর্ণ বয়স্ক ইলিশ মাছ ১ থেকে ১.৫ লক্ষ ডিম পাড়ে। এই সময়ে যে সকল মৎস্যজীবীরা মাছ ধরবে না তাদের জন্য বিকল্প কর্ম সংস্থানের ভাবনা চিন্তা চলছে।

বঙ্গোপসাগরেই এই ইলিশের আদি নিবাস। ডিম ছাড়বার সময় হলে প্রধানত গঙ্গা ও তার শাখানদী হুগলি ও ভাগীরথীর মোহনা দিয়ে ঢুকে মিষ্টি জলের এলাকায় চলে আসে। একটি পরিপক্ক ইলিশ মাছ

(বয়স দু বছর, ওজন–১১০০ গ্রাম) প্রায় ১৮–২২ লক্ষ ডিম পেড়ে থাকে। এই ডিমের পরিস্ফুটনের হার ৫০ শতাংশ। ডিমপোনার বাঁচার হার সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ হলেও একটি ইলিশ থেকে ১ লক্ষ ছোট ইলিশ ওই বছরই 'ইলিশ জনতায়' যুক্ত হতে পারে। উপরন্তু ছোট ইলিশ না ধরে সেগুলিকে যদি সমুদ্রে ফিরতে দেওয়া হয় তাহলে তাদের বেঁচে থাকার হার ৫০%। ফলস্বরূপ পরবর্তী বছরে প্রায় ৫০০–৭০০ গ্রাম ওজনের প্রায় ৫০ হাজার বড় ইলিশ নদীতে একইভাবে ডিম পাড়তে ফিরে আসবে। বঙ্গোপসাগরের উত্তরে ফারাক্কা থেকে মালদহ, বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জুড়ে এই ইলিশ মাছ ধরা ও বিক্রি করা হয়। কিন্তু এক প্রকার অসাধু ব্যবসায়ীদের কারণে এই ইলিশ মাছ খোকা অবস্থাতেই প্রায় ২০০–৩০০ গ্রাম ওজনের বহু জায়গাতে ধরা হচ্ছে ও খোলা বাজারে দেদার বিক্রি হচ্ছে। তাই গত একমাস ধরে হুগলি জেলার বিভিন্ন ব্লকে খোকা ইলিশ ধরার বিরুদ্ধে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ও রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা ও জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক সহযোগিতায় অতি সম্প্রতি বলাগড় ব্লক অফিসে ইলিশ মাছ সংরক্ষণের এমনই এক সচেতনতা শিবির আয়োজিত হয়। এই সেমিনারে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বলাগড়ের বিধায়ক অসীম মাঝি, বলাগড়ের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক রঞ্জিত সেনগুপ্ত, শ্রীপুর–বলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানা পপি মুস্তাফি, জেলা সহ মৎস্য অধিকর্তা পার্থ সারথী কুন্ডু, বলাগড় মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার প্রামাণিক, কালনা ২– এর মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক সুখময় দাস প্রমুখ। এক মৎস্য আধিকারিক হরেন্দ্রণাথ বিশ্বাস জানান, এদের বলা হয়েছে ১৮–৬০ বছর বয়সী মৎস্যজীবীদের জন্য সরকার 'সঞ্চয় এবং ত্রাণ' প্রকল্প শুরু করেছে। এই প্রকল্পে ১৮ বছর হলে ১২০০ টাকা করে জমাতে হবে এবং সরকার ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত তার আর্থিক প্রতিদান দেবে।

যে তিনমাস মাছ ধরা বন্ধ থাকবে তখনও এই প্রকল্প থেকে ভাতা পাওয়া যাবে। এছাড়া, ভ্যানে করে মাছ বিক্রি, বরফ দেওয়া বাক্সে মাছ রাখা, মাছের আচার ও রঙিন মাছ এর ব্যবসাতে সাহায্য করার একটা ভাবনাচিন্তা চলছে বলে তিনি জানান। জেলার প্রায় ৮টি পঞ্চায়েত এলাকায় গঙ্গা নদী বয়ে গেছে যেখানে ইলিশ মাছ ডিম পাড়তে আসে। গঙ্গা যাতে দূষিত না হয় ও ইলিশের প্রজনন ব্যাহত না হয় সেটাও দেখতে হবে। পুকুর ভরাট মাছ চাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পুকুর বোজানো আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। এই আইন কানুনের বিষয়ে মাছ চাষিদের ওয়াকিবহাল থাকতে হবে এমনটাই জানান কালনা–২ এর মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক সুখময় দাস। জেলা সহ মৎস্য অধিকর্তা পার্থ সারথি কুন্ডু বলেন, প্রজননের সময় ইলিশ মাছ সমুদ্র থেকে গঙ্গায় আসে। এর মধ্যে বলাগড়ের গঙ্গায় প্রচুর ইলিশ মাছ আসে, কিন্তু তারা যায় না, ওই গঙ্গায় তারা থেকে যায়। ওইখানকার পরিবেশের সঙ্গে তারা মানিয়ে নেয়। তারা বছরের পর ওইখানে থেকে যায়। তাই জেলা মৎস্য দপ্তর বলাগড়ের নদী বেষ্টিত সবুজ দ্বীপে এই ইলিশ মাছের প্রজনন ক্ষেত্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেখানে ইলিশ মাছ ও গলদা চিংড়ি ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হবে। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ৩–৫ কোটি টাকা। এছাড়া, কুন্তি নদীর ও গঙ্গার মিলনস্থলে এই একই প্রজনন ক্ষেত্র গড়ে তোলার ভাবনাচিন্তা করা হয়েছে। এছাড়া, তিনটি ব্লক বলাগড়, চুঁচুড়া–মগরা ব্লক ও শ্রীরামপুর– উত্তরপাড়া ব্লকে তিনজন আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে। ওইসব ব্লকে মৎস্যজীবীর সংখ্যা, তাদের আয় কত, ওইসব অঞ্চলে খোকা ইলিশ ধরা হচ্ছে কিনা তারা মূলত এইসব দেখভাল করবে।

ছাত্রীর মৃত্যু

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : মঙ্গলবার সকালে এক ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তার পরিবারের সদস্যরা ক্যানিং থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করে। মৃত ছাত্রীর নাম মঞ্জুশ্রী কুন্ডু (১৫)। ছাত্রী ক্যানিং দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে পড়াশুনা করত। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার সেন্ট পিটার্স হোস্টেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে মঞ্জুশ্রী কুন্ডু কলকাতার বাঘাযতীন এলাকার বাসিন্দা। গত ৭ সেপ্টেম্বর বিকালে হোস্টেলের বেশ কিছু ছাত্রী বাথরুম করতে এলে দেখে বাথরুমের মধ্যে ছাত্রী মঞ্জুশ্রীর দেহ ঝুলছে। এই দৃশ্য দেখে তারা চিৎকার শুরু করে। তাদের চিৎকারে স্থানীয় মানুষজনসহ হোস্টেল কর্তৃপক্ষের সদস্যরা ছুটে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্যানিং থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ বাহিনী। ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে এবং তদন্ত করে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করে। এ বিষয়ে মৃত ছাত্রীর কাকা যাদব কুণ্ডু থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করে। যাদব কুণ্ডু অভিযোগ করে বলেন ছাত্রী মঞ্জুশ্রীকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানান এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে ছাত্রীর সঙ্গে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা রোকেয়া বেগম বলেন দশম শ্রেণির ছাত্রী মঞ্জুশ্রী কুণ্ডুর মৃত্যু দুঃখজনক বেদনাদায়ক। তবে বেশ কিছুদিন স্কুলে আসেনি। যেদিন দেহ উদ্ধার করে সেদিনও ও স্কুলে আসেনি। ছাত্রী হিসাবে পড়াশুনায় খুব ভালো এবং শান্ত ছিল।

বধূ খুনে ধৃত স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বধূকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগে সোমবার গভীর রাতে স্বামীকে গ্রেফতার করল সাগর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত স্বামী বাপি ওরফে শেখ হাসান স্থানীয় খানসাহেবাদের বাসিন্দা। এদিন রাতে বাড়ির মধ্যে থেকে মুকরেজা বিবির (২৪) দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। মৃতের দাদা শেখ আব্বাস অভিযোগের ভিত্তিতে ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ খুনের মামলা রুজু করেছে।

বর্জ থেকে জৈব সার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাজারের পচনশীল বর্জ পদার্থ থেকে মহেশতলা পুরসভা আবার জৈব সার উৎপাদন শুরু করল। এরই সঙ্গে বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের সারেঙ্গাবাদে পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ডাম্পিং গ্রাউন্ডটিকে আরও উন্নত রূপ দিতে ও জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে তিনটি বৃহদায়তন ট্রিপার গাড়ি ও একটি জেসিবি গাড়ি কেনা হয়েছে। এদিকে পুরসভার সম্পত্তি কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পূর্বের ৩০ জন কর আদায়কারীর পাশাপাশি অতিরিক্ত কিছু মহিলা 'কর আদায়কারী' নিয়োগ করে সম্পত্তি কর আদায়ের পরিমাণ বাড়ানোর এক ভিন্নধর্মী প্রক্রিয়া চলছে পুরসভার পক্ষ থেকে জারি হয়েছে।

অধিকাংশ সিনেমা হল বন্ধ, বহু মানুষ কর্মহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অধিকাংশ সিনেমা হলগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কয়েকটা চলছে কোনওরকমে। কয়েক হাজার কর্মচারী বেকার হয়ে পড়ায়, তাদের পরিবারগুলি সমস্যায় নাজেহাল। বছর দশেক আগেও গ্রামীণ মফস্বল এলাকার সিনেমা হলগুলোতে সিনেমা দেখতে তিনটি শোতেই লোক ভিড় জমাত। ৮০–৯০ দশকে সিনেমা হলের সামনে পুলিশ দিতে হত, লোক সামলাতে। 'ব্ল্যাকাররা' টিকিট নিয়ে কালো বাজারি করতো। তখন সিনেমা হলগুলোর রমরমা বাজার ছিল। 'হাউসফুল' বোর্ড হলের সামনে ঝুলত। কিন্তু হঠাৎ করেই সব কেমন যেন শেষ হয়ে গেল। বজবজের বীণা, কুইন, নোদাখালীর জয়ন্তী, ভাঙড়ের পাকিজা, বিষ্ণুপুরের নীলগিরি, সব নামকরা সিনেমা হলগুলো আজ ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। কয়েকটা হল চলছে, তাও সেখানে লোক টানতে ' A ' মার্কা ছবি চালাতে হচ্ছে। কর্মচারীদের মাহিনাও ঠিক মতো হচ্ছে না।

চার মাস বন্ধ থাকা জয়ন্তী সিনেমা হলের ম্যানেজার অজিত মণ্ডল জানালেন, ২০০৬ সাল থেকে আমাদের মন্দা বাজার শুরু হয়েছে। কেবল টিভি আসার পর ধীরে ধীরে লোকজন আর হল মুখো হতে চায়নি। আর এখনতো হাজার চ্যানেলে হাজার মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা। তারপর নেট থেকে লোকজন এখন রিলিজ হওয়া ছবি ডাউনলোড করে নিয়ে দেখে নিচ্ছে। আমাদের আর সুদিন ফিরবে বলে মনে হয় না। আমাদের মতে কর্মচারীদের জন্য সরকার কিছু করুক। আমরা খুব সমস্যায় আছি। গত ২ সেপ্টেম্বর অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি সিনেমা হল বাঁচাতে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হন। প্রসেনজিৎ বলেন, রাজ্যে আগে ১২০০ সিনেমা হল ছিল। এখন বন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০০তে। সিনেমা হল ও হলের কর্মচারীদের বাঁচাতে সরকার উৎসাহ অনুদানের ব্যবস্থা করুক। মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন।

ঘরে ফেরার অপেক্ষায় বেশ কিছু পরিবার

কমলিকা পুরকাইত, শেওড়াফুলি: বৃষ্টি থেমেছে অনেকদিনই। কিন্তু জল না নামার জন্য ঘরে ফিরতে পারছেন না বৈদ্যবাটি পুরসভা এলাকার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু পরিবার। বাড়িতে জমে রয়েছে জল আর তাতেই তৈরি হয়েছে সাপ ও বিষাক্ত পোকামাকড়ের আখড়া।

বৈদ্যবাটি পুরসভা

জলাতঙ্ক : আজও জলবন্দি ১৪ নং ওয়ার্ড

ভারী বর্ষণের ফলে বিভিন্ন জায়গার মত এই এলাকাতে জল জমেছিল, কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় সেই জল নামেনি এখনও। এলাকার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে স্থানীয় একটি স্কুলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সম্বল শুধু একটি মাদুর আর রান্না করার কিছু সরঞ্জাম। স্কুলে আশ্রয় নেওয়া এক বাসিন্দা মহুয়া মোদকের থেকে জানা গেল, ''আমরা স্কুলে আছি আজ ২৫ দিন হল, প্রথমে ২–৩দিন ছাড়া ছাড়া চাল দিয়েছিল পুরসভা থেকে, কিন্তু অনেক দিন হল আর আসে না।'' বাড়ি জলে ডুবে গিয়েছে কবে ফিরব জানি না।'

আর যারা যেতে পারেনি ভিটে বাড়ি ছেড়ে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় ঘরে নেই খাবার পানীয় জলের অভাব ছড়িয়েছে মাত্রাতিরিক্ত। একজন স্থানীয় গৃহবধূ মুক্তি সমাদ্দারের সাথে কথা বললে তিনি বলেন ''এখানে জল নামবার কোনও ব্যবস্থা নেই, বাজারের জন্য একগলা জল পেরিয়ে যেতে হচ্ছে, কল ডুবে গিয়েছে জলও আনতে হচ্ছে দূর থেকে, ভোট চাওয়ার বেলায় সবাই আসে, কিন্তু এই অবস্থায় একবারও কেউ আসেনি।'' স্থানীয় মানুষ পুরপ্রধানের কাছে আবেদন জানালেও তাতে কাজ হয়নি কিছুই।

পাশাপাশি রাস্তা ডুবে যাওয়ায় স্কুলের পথে ছুটি পরেছে স্থানীয় বাচ্চাদের মা বাবা কোনওমতেই ছাড়তে রাজি নয় এই অবস্থায়। আর তাতেই ওরা মেতে উঠেছে অফুরান আনন্দে বাড়িতে বসেই চলছে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা থেকে শুরু করে ভেলা বানিয়ে জলে ভেসে বেড়ানো, বাদ পড়ছেনা কোনওটাই। হুগলির বৈদ্যবাটির মতোই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর–রাজপুর পুরসভা এবং কলকাতার গড়িয়া অঞ্চলেও নিকাশির বেহাল দশার জন্য অনুরূপ জলজমা সমস্যায় ভুগতে হয়েছে। বৃষ্টি থেমে প্রবল দাবদাহ শুরু হওয়ার পরেও যার রেশ কিছু অঞ্চলে এখনও রয়ে গিয়েছে। পুরবাসীদের দাবি অপরিকল্পিত ভাবে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের জন্যই তাদের দুরাবস্থা চরমে উঠেছে।

শ্রমিক বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফলতা : সোমবার সকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের ফলতা স্পেশাল ইকোনোমিক জোনে ৪টি প্লাসটিক কারখানার কয়েকশো মহিলা শ্রমিক বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কারখানার গেটের সামনে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। এদিন মহিলা শ্রমিকরা অভিযোগ করে বলেন দীর্ঘদিন ধরে মালিক পক্ষের কাছে দাবি জানানো হচ্ছে বেতন বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু মালিক পক্ষ এখনও পর্যন্ত দাবি মানেনি। তাই আমরা কাজ বন্ধ করে এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছি। আমাদের দাবি বেতন বৃদ্ধি করা হোক। ফলতা কেন্দ্রের বিধায়ক তৃণমূলের তমোনাশ ঘোষ বলেন ৪টি প্লাসটিক কারখানার মহিলা শ্রমিকরা কারখানার প্রোডাকশনের কাজ বন্ধ করে এদিন সকাল থেকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে। এ বিষয়ে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে আলোচনা হবে। তিনি আরও বলেন খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গিয়েছে বিরোধী দলগুলির বেশ কিছু নেতার মদতে এই ঘটনা ঘটেছে। তবে কারখানা বন্ধ হয়নি। এ দিন শ্রমিকরা কারখানার মালের প্রোডাকশন বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তা সমাধান হয়ে যাবে আলোচনার মাধ্যমে।

মহেশতলায় টাউন লাইব্রেরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহেশতলা পুরসভা ও বেসকারি উদ্যোগে বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের বাটা মোড়ে জি+৬ নির্মীয়মান ভবনে মহেশতলায় প্রথম টাউন লাইব্রেরি ও আধুনিক কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স চালু হতে চলেছে। আগামী বছর খানেকের মধ্যেই এই টাউন লাইব্রেরি জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে পুর সূত্রে খবর। পুরসভার নিজস্ব জমিতে পিপিপি মডেলে নির্মিত ভবনটির তেতাল্লিশ শতাংশ জায়গা পুরসভার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। পুর সূত্রে আরও জানা যায়, এখানে এ শহরের প্রথম টাউন লাইব্রেরিসহ পুরসভার তরফে একটি বৃহদায়তন কনফারেন্স হল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নুঙ্গিতে বৈদ্যুতিক চুল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহেশতলা আকড়া ফেরিঘাট লাগোয়া আকড়া কাঠের শ্মশানঘাটের সামনে বছর দশেক আগে দু'টি বৈদ্যুতিক চুল্লি বিশিষ্ট শবদাহ কেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। বর্তমানে এই চুল্লির অনতিদূরে নুঙ্গি কালীবাড়ি ঘাটে শবদাহ সৎকারের জন্য আরও একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষের পথে। পুরসভা সূত্রে খবর, কিছুদিনের মধ্যেই এখানে শবদাহ সৎকারের কাজ শুরু হবে।

মহানগরে

শহরের নিকাশি কাজে অত্যাধুনিক যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা শহরে বিপুল পরিমাণ নোংরা জল নিকাশির 'স্টর্ম ওয়াটার ফ্লো' বা 'ড্রাই ওয়াটার ফ্লো' ব্যবস্থা অব্যহত রাখা, বিভিন্ন ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা, মেরাবতি ও নিয়মিত সাফাইয়ের মাধ্যমে খোলা নিকাশি নালা ও পয়ঃপ্রণালী অবাধ রাখা, নিকাশ যন্ত্রের মাধ্যমে পাম্পের সাহায্যে জমা নোংরা জল অপসারণ করে নিকাশি নালা পরিচ্ছন্ন রাখা এবং বিভিন্ন বাড়ি ও সংস্থার নিকাশি নকশার অনুমোদন দিয়ে সেটিকে মূল পয়ঃপ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত করা পুর পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি দফতরের মূল কাজ। এদিকে মহামান্য সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের বিধি অনুসারে পুর পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি ব্যবস্থায় মানবশ্রম ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। সেজন্য পুর নিকাশি দফতর মানবশ্রম ব্যবহারের অবসান কল্পে ও পরিষেবার উন্নতিসাধনে বেশ কিছু অত্যাধুনিক যন্ত্র ক্রয়ের উদ্যোগী হয়েছে।

যেমন : 'গালিপিট এম্পটিয়ার মেশিন', 'জেটিং–কাম–সাকশন মেশিন', 'ব্লো–ভ্যাক মেশিন', 'ম্যানহোল ডি–সিল্টিং মেশিন', 'ওপেন নালা ডি–সিল্টিং মেশিন', 'বাকেট মেশিন', 'ডি–ওয়াটার পাম্প' ইত্যাদি। পুর কর্তৃপক্ষের আশা এ সমস্ত আধুনিক যন্ত্রগুলির ব্যবহারে অগভীর অববাহিকাকৃতি কলকাতার প্রতি বর্ষায় জমা–জল সমসা অনেকটাই সমাধান করা যাবে। দেশের অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরের মতো কলকাতা কিন্তু পরিকল্পিত ভাবে গড়ে ওঠেনি। ফলে নিকাশি এই শহরের এক বড় যন্ত্রণা বহন করছে বহুদিন ধরে। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত ঘটলেই।

কার পার্কিংই কী শহরে বিপদ ডেকে আনছে?

বরুণ মণ্ডল

শহরের সরকারি–অসরকারি মাছ–মাংস ও কাঁচা আনাজের বাজারগুলি থেকে নিত্য যে বর্জ্য পদার্থ জমা হয় তার অপসারণ যেমন শহরের বড়ো সমস্যাগুলির একটি ঠিক তেমনই নিঃশব্দে এ শহরের কর্তৃপক্ষের আরেকটি বড়ো মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মোটর সাইকেল ও চার চাকার মোটর গাড়ির পার্কিং সমস্যা। 'আলিপুর রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি' (আরটিএ)তে গাড়ির নথিভুক্তি করণের সংখ্যা বা সংলগ্ন জেলার সংশ্লিষ্ট আরটিএ–তে ক্রমাগত বাড়ছে গাড়ির নথিভুক্তিকরণ। আর সেগুলি শহরের পথে বেড়িয়ে পার্কিংয়ের সমস্যায় শহরকে রুদ্ধ করছে। গাড়ির সংখ্যা যে হু হু করে বাড়ছে পরিবহন দফতরের তথ্যই তা বলছে। মোটর ভেহিক্যালস দফতরের বছর তিনেক আগে যেখানে গাড়ির এক একটি 'সিরিজ নম্বর' কমপক্ষে এক থেকে দেড় বছর পর্যন্ত বহাল থাকত, আর এখন তা মেরেকেটে ছ' থেকে ন' মাসের মধ্যেই পরবর্তী সিরিজের গাড়ি নথিভুক্তকরণ শুরু হয়ে যাচ্ছে।

একারণে পুর কর্তৃপক্ষের কাছে এখন জঞ্জাল অপসারণের চেয়েও শহরের কার পার্কিং সমস্যা সমাধান করাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। পুরকর্তৃপক্ষ সেজন্যই একরকম বাধ্য হয়েই সবুজ ধ্বংস হচ্ছে জেনেও উত্তর কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, ভবানীপুরের গাঁজা পার্ক (ডি এন মিত্র স্কোয়ার), হাজরার যতীন দাস পার্ক ও গড়িয়াহাটের ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক (ত্রিকোণ পার্ক) এবং মধ্য কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ পার্ক (কার্জন পার্ক) মাল্টি–কার পার্কিং জোন (কম–জায়গায় অধিক গাড়ি রাখার ব্যবস্থা) গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এতো গেল শহরের ক্ষেত্রমানের এক শতাংশেরও কম যে সবুজ আছে তার ধ্বংস। পুর কর্তৃপক্ষ এর থেকেও আরও একটি বিপদ ডেকে আনছে এই কার–পার্কিং–কে কেন্দ্র করেই। পুর কর্তৃপক্ষ এতোকাল শহরের পাঁচ মিটারের কম (১৬.৭ ফুট) চওড়া রাস্তার পাশে তিনতলার বেশি বড়ো বাড়ির প্ল্যানের অনুমোদন দিতো না কিন্তু লক্ষ্য করা গিয়েছে বাড়ি তিনতলা হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেখানে ওই বাড়ির বাসিন্দাদের এক বা একাধিক গাড়ি পার্কিং–এর কোনও জায়গার ব্যবস্থা হয়নি। ফলে ওই বাড়ির বাসিন্দারা বাড়ির সম্মুখের গাড়ি চলাচলকারী বাইরের রাস্তায় তাদের একাধিক গাড়ি রাখে রাতে বা দিনে ঘন্টার পর ঘন্টা। আর এর ফলেই চলাচলকারী যানবাহনের স্বাভাবিক গতি স্তব্ধ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। পুর আধিকারিকদের সিদ্ধান্ত সেসব কথা ভেবেই এ মুহূর্তে কার–পার্কিং যখন কলকাতার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা তখন পাঁচ মিটারের কম চওড়া রাস্তার পাশেও 'জি+থ্রি' বিল্ডিং–এর প্ল্যান অনুমোদন দেওয়া হবে। ১৬.৭ ফুটের বদলে ১৪ ফুট (৪.২ মিটার) হলেও সে রাস্তার পাশেই চারতলা ভবনের অনুমোদন পাবে। তবে প্ল্যান অনুমোদনের শর্ত একটা হল 'গ্রাউন্ড ফ্লোরে' কার–পার্কিং–এর সুব্যবস্থা আবশ্যিক। অতএব, পুর কর্তৃপক্ষ কার–পার্কিং–এর সমস্যা থেকে বেরোতে এতো দিনের বেআইনী কর্মকান্ডকে একটা পুর আইনিরূপ দিতে একরকম বাধ্যই হলেন।

জল সরবরাহে এমআইএস পদ্ধতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার উত্তরের টালা পাম্পিং স্টেশন ও পশ্চিমের গার্ডেনরিচ জল প্রকল্পসহ কলকাতার অন্যান্য জল প্রকল্প থেকে কলকাতা শহরের বা কলকাতার পূর্বের দুই পুরসভা বা দক্ষিণের তিন পুরসভাতে কত পরিমাণ পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে তার হিসেব রাখতে কলকাতা পুরসভা তাদের জল প্রকল্প গুলিতে ১০.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ফ্লো অ্যান্ড প্রেশার' মিটার বসিয়েছে। ফলস্বরূপ, এমআইএস পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে পরিস্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থার প্রশাসনিক তথ্য সম্বন্ধে কলকাতা পুরসভা অবহিত হতে পারবে এবং এই সংক্রান্ত কোনও সমস্যা নিরূপণ এবং তার সমাধান কল্পে সংশ্লিষ্ট দফতর প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে পারবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা, ১২ সেপ্টেম্বর – ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

শিক্ষায় স্বাগত গীতা–রামায়ন, মহাভারত

দেশ জুড়ে ছদ্ম ধর্ম নিরপেক্ষবাদী রাজনীতিকদের মুখোশ ক্রমশ খুলে পড়ছে। দেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্য এবং নৈতিক শিক্ষার প্রতি চরম উপেক্ষা আজ ভারতবর্ষকে এক ভোট সর্বস্ব সংস্কৃতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার পাঠ্যক্রমে গীতা, রামায়ন, মহাভারতের নৈতিক শিক্ষাগুলি সংক্ষেপে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতিকরা গেল গেল রব তুলেছেন। তারা এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ যেমন খুঁজে চলেছেন, তেমনই গৈরিকি করণের ভূত দেখতে শুরু করেছেন।

ভারতবর্ষ এক মহামানবের মিলন ক্ষেত্র। এখানে ঈশা–মুশা, নানক, কবীর, বৌদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ সকলের পদধুলি সিক্ত। এই ভারত ভূমি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সনাতন ধর্মের। বিশ্বকে আপন করার শিক্ষা, সমাজে ভালোবাসার ও ভালো রাখার নৈতিক শিক্ষা এই ভারত ভূমির একান্ত। ইসলাম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি ধর্মের মূল শাশ্বত শান্তির বাণী প্রতিফলিত হয়েছে ভারতীয় সনাতন ধর্মের আচার আচরণে। নিন্দুকেরা এই সনাতন ধর্মকে 'হিন্দু ধর্ম' আখ্যা দিয়ে নিজেদের জ্ঞান ও বোধের সীমানা চিহ্নিত করছেন।

গীতা, রামায়ণ, মহাভারত শিক্ষা দিয়েছে রাজধর্ম, সমাজধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মূল তত্ত্ব। হিন্দু শব্দটি বেদে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ এদেশের বহু বুদ্ধিজীবী, ঐতিহাসিক ও রাজনীতিকরা হিন্দুত্ববাদ নিয়ে বাজার গরম করে থাকেন। তাঁরা দেশের সামগ্রিক অবক্ষয় নিয়ে ভাবিত নন। শিক্ষায় নৈতিকতা বিষয়টি অবহেলা করা হয়েছে ব্রিটিশ আমলের সূচনায়। লর্ড ম্যাকলের বর্ণনা জানা যায় ভারতবর্ষ এক নীতিনিষ্ঠ, ধর্মপ্রবণ সমাজ ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে। তিনি তার ঐতিহাসিক বর্ণনায় ব্রিটিশকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ভারতের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে হলে এবং ব্রিটিশ শাসনকে স্থায়ী রূপ দিতে হলে ভারতের প্রতিটি মানুষকে নৈতিকভাবে অসৎ হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। বাস্তবে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থায় ছলে–বলে–কৌশলে ভারত বিরোধী শিক্ষা নীতি চালু হয় এবং একদল ব্রিটিশের অনুগত স্তাবকফুল সৃষ্টি করা হয়। দেশ ভাগের পর ব্রিটিশের সেই শিক্ষা নীতির খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি। শিক্ষাবিদরা বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর শিক্ষা ভাবধারাকে গ্রহণ করার মানসিকতা দেখায়নি। সেইজন্যই এই দেশে নানা জঘন্য অপরাধ যেমন ঘটছে তেমনি সাংস্কৃতিক জগতেও অশ্লীলতা শিল্পের তকমা পেয়ে দেশের সাংস্কৃতিক দূষণকে গাঢ় করে তুলছে। দেশের রাজনীতিকরা এবং তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা সংকীর্ণ জাত–পাত রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসুন। শিক্ষা নিয়ে অনেক পরীক্ষা নীরিক্ষা হয়েছে অতীতে, না হয় আরও একবার হোক। সহিষ্ণুতাই গণতন্ত্রের শিক্ষা। অকারণে জাত–পাত আর ধর্মের জিগির তুলে তারা যেন ঘোলা জলে মাছ ধরবার এই কূট কৌশল থেকে একটু ক্ষান্ত দেন। তা হলেই দেশের মঙ্গল দশের মঙ্গল।

অমৃত কথা

তাঁকে কি দর্শন করা যায়? তিনি বিষয় বুদ্ধির অগোচর। কামিনী–কাঞ্চনে আসক্তির লেশ থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

ব্যাকুলতা হলেই অরুণোদয় হল, তারপর সূর্য দেখা দেবেন, যার প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে, তার ঈশ্বর দর্শন হবেই হবে। যার ভেতর অনুরাগের ঐশ্বর্য প্রকাশ হচ্ছে তার ঈশ্বর লাভের আর বড় বেশি দেরি নেই। অনুরাগের ছলনা পেলে মা বলে কাঁদছে তিনি তাকেই কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা করছেন।

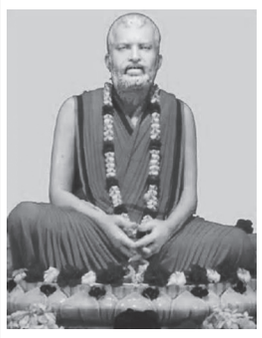

মানুষ তুমিও অন্য জিনিস নিয়ে ভুলে আছ এসব ফেলে দিয়ে যখন তুমি ঈশ্বরের জন্য কাঁদবে তখনই তিনি এসে তোমায় কোলে নেবেন।

এ সংসার ঈশ্বরের রঙ্গভূমি। লীলা–রসময় হরি নানা ভাবে এখানে সাদা লীলা করছেন। মা যেমন সন্তানের হাতে লাল চুষী দিয়ে ভুলিয়ে রাখেন, ঈশ্বর সেইরূপ নানাবিধ পদার্থ দিয়ে আমাদের ভুলিয়ে রেখেছেন। সন্তান যখন চুষী ফেলে দিয়ে মা বলে চীৎকার করে মা তখন তক্ষুনি যেমন তার কাছে আসেন, আমরাও যদি পার্থিব মমতাবিহীন হয়ে ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের জন্য কাঁদতে পারি, তবে তিনিও তক্ষুনি আমাদের কাছে উপস্থিত হন।

ঈশ্বরের অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যাঁর যে নামে, যে ভাবে তাঁকে ডাকতে ভালো লাগে সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকলে তাঁর ঈশ্বর লাভ হবে।

ঈশ্বর যদি সর্বত্র বিদ্যমান তবে আমরা তাঁকে দেখতে পাই না কেন? পানায় ঢাকা পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে তোমরা বলছো পুকুরে জল নেই। যদি জল দেখতে চাও তবে পানা সরিয়ে ফেল। মায়ায় ঢাকা চোখ নিয়ে তোমরা বলছো ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না কেন? যদি ঈশ্বরকে দেখতে চাও তবে মায়াকে সরিয়ে ফেল।

মা আনন্দময়ীকে আমরা দেখতে পাই না কেন? ইনি বড় লোকের মেয়ে চিকের আড়ালে থাকেন। ভক্ত সন্তানেরা মায়ারূপ চিকের ভেতর দিয়ে তাঁকে দেখেন।

তর্ক কোরো না। তুমি তোমার মতের ওপর যেমন নির্ভর করো, অন্যকেও তার মতের ওপর সেইরকম নির্ভর করতে দাও। মিছে তর্কে কাকেও তার ভুল বোঝাতে পারবে না। ঈশ্বরের কৃপা হলেই সকলে আপন আপন ভুল বুঝতে পারবে।

হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে পিদ্দিম জ্বাললে তক্ষুনি আলো হয়। হাজার জন্মের পাপ তাঁর একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

ফেসবুক বার্তা

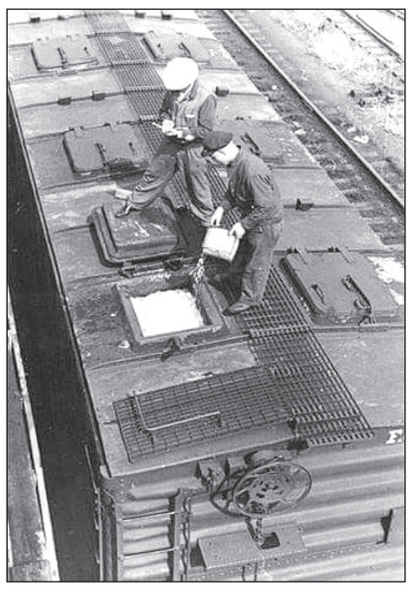

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে রেলওয়ে ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত ছিল। বিশেষ করে যাত্রী পরিষেবার উন্নতমানের দিকে সর্বদা নজর দিত তৎকালীন ইংরেজ সরকার। এই ফেসবুক চিত্রে ধরা পড়েছে সেরকমই একটি অভূতপূর্ব ছবি যাতে গরমে ট্রেনের কামরা ঠান্ডা রাখতে ওপর দিয়ে জল ঢালা হচ্ছে।

বিস্থাপন : পুনর্বাসন ভাঁওতাবাজির নাটক

বিকল্পিত রাজারহাট পর্ব ৬

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

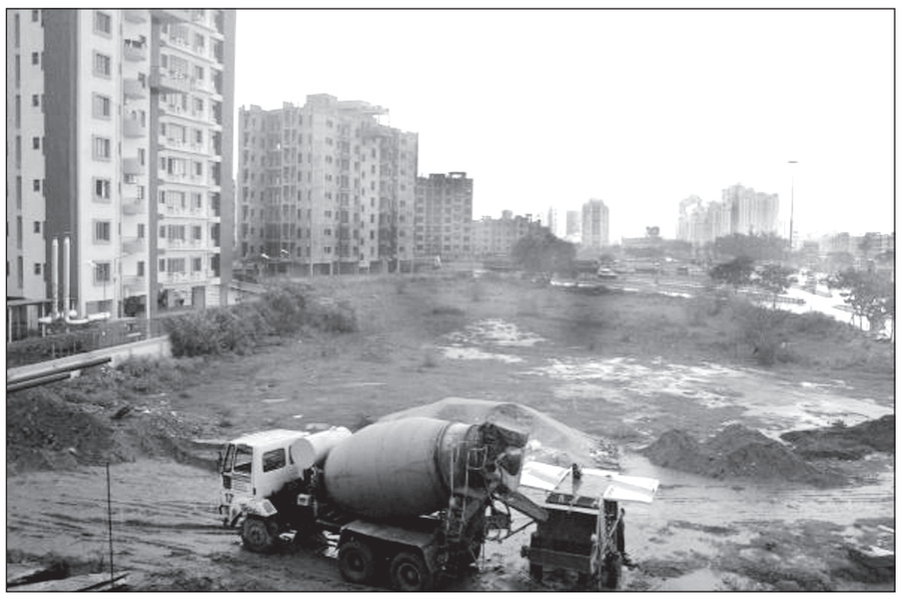

নিউ টাউন প্রকল্প নির্মাণে বাস্তুতন্ত্র পরিবেশ জৈব বৈচিত্রতা যে নষ্ট হয়েছে গত সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে। এবারের আলোচনার বিষয় জমি অধিগ্রহণের ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের উচ্ছেদ বা বিস্থাপন। এই জমিদারদের পুর্নবাসনের কোনও ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি। সরকারের দায়িত্ব ছিল স্যাটেলাইট টাউনশিপ গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট নোটিশ জারির মধ্য দিয়ে জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা এবং দালালির মাধ্যমে জমি ব্যবসায় বামফ্রন্টের বড় মেজো ছোট শরিকরা যাতে কামাতে পারে তার ব্যবস্থা করা। ২০১০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩১ হাজার স্থানীয় অধিবাসী বাজারহাট ভাঙড় এলাকা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ২০০২–০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার আবাসন পূর্ত সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় এই সময় ১,৫৫০ হেক্টর জমি পশ্চিমবঙ্গের আবাসন শিল্প বিকাশ দফতর (হিডকো) অধিগ্রহণ করেছিল।

বিস্থাপিত স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের স্বার্থে হিডকো ২০০৪–০৫ সালে একটি কমিটি গড়ে তোলে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই কমিটিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের পরিবর্তে সব দলের নেতা আমলাদের স্থান হয়। ২১৪.২ হেক্টর জমির মালিক স্বেচ্ছায় জমি সেবার জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রূপায়নে সরকার দ্রুত উদ্যোগী হয়। স্বেচ্ছায় জমিদাতারা হলেন প্রথম শ্রেণিভুক্ত। যাদের জমি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হয় তারা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। হিডকোর রিপোর্ট থেকে জানা যায় জমিহীন কৃষক জেলে ক্ষেত মজুরদের জন্য কার্যসূচি গ্রহণ করা হবে। আগামী দুই তিন দশক ধরে রাজারহাট–ভাঙড়ে নিউটাউন প্রকল্প শেষ হতে সময় লাগবে। এই নগরায়ন বা উপনগরী প্রক্রিয়ায় কয়েক হাজার শ্রমিক কর্মীর প্রয়োজন হবে।

রাজ্য সরকারের আবাসন দফতরের বিশেষজ্ঞ কমিটি পরামর্শ দিয়েছিল আবাসন এবং নগর উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে নিউ টাউনের বিকাশের স্বার্থে দক্ষ পেশাভিত্তিক কর্মী নিয়োগের জন্য Skill development centre গড়ে তোলার। যাতে করে কর্মচ্যুতরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সুবিধা পায়। বাস্তবে কিন্তু তার উল্টোটাই হলো। জমিহারাদের কাজের বদলে পেটে লাঠি মেরে তারিয়ে দিল হিডকো এবং বামফ্রন্ট সরকার।

হিডকো জমিহারাদের পুনর্বাসনের জন্য বিকল্প প্যাকেজ ঘোষণা করল। ৩৩টি Labour Contract and construction co operative societies গড়ে তোলে। বলা হলো ৫,০৫৫ জন সদস্য নিয়ে কো –অপারেটিভ সোসাইটিতে সবাই কাজের সুযোগ পাবে। ৫৭টি স্ব–নির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলা হয়েছিল। কাজের ক্ষেত্রে দেখা গেল ভিন জেলা থেকে দালাল ফঁড়েরা আবাসন নির্মাণে লেবার কনট্রাকট নিয়ে রাজমিস্ত্রি শ্রমিক যোগান দেওয়ার করতে শুরু করেছে। ২০০৪ সালে আবাসন বা নতুন শহর নির্মাণের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের পুর্নবাসন ও ক্ষতিপূরণের প্রদানের জন্য জাতীয় নীতি গ্রহণ করা হয়। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে হিডকোর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় রাজারহাট ভাঙড় অঞ্চলে দারিদ্রসীমা রেখার নীচে বসবাসকারীদের জন্য ৭৫ স্কোয়ার মিটার জমি এবং ২৫ হাজার টাকা গৃহনির্মাণের জন্য প্রদান করতে হিডকো উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু ২০০৭ সালে ভারত সরকারের অধীনস্থ কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের অডিট রিপোর্ট অন্য কথা বলছে। ক্যাগের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বলা হয়, নিউটাউন প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য হিডকো ব্যর্থ হয়েছে জমির মালিকদের চিহ্নিত করে তাদের জাতীয় নীতি অনুযায়ী পূর্ণবাসরের ব্যবস্থা করতে। হিডকো ১৭% ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে চিহ্নিত করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীর কাজকর্ম তথৈবচ। নিউ টাউন এলাকায় মহিলাদের বাড়ির কাজ এবং পুরুষদের সিকিউরিটি গার্ডের কাজ দেওয়া হয়েছিল।

সিন্ডিকেটের দখল নিয়ে সাম্প্রতিককালে রাজারহাট নিউটাউন অঞ্চলে যে সংঘর্ষ ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কারিগর কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্ক্সবাদী) দলটি। অতীতে সিপিএমের দাপটে তৃণমূল কংগ্রেস–কংগ্রেস সিন্ডিকেটের সদস্য ছিল। বর্তমানে সিপিএমের হার্মাদরা তৃণমূলের ভৈরব বাহিনীতে যোগ দিয়ে এলাকা দখলের জন্য গোষ্ঠী সংঘর্ষে নিউটাউনকে ত্রাসের এলাকায় পরিণত করেছে।

স্পষ্টতই, রাজার হাটে তথ্য প্রযুক্তি হাব যে নির্মাণ হয়েছে সেখানে কিন্তু চাষি ক্ষেতমজুর দেশের ছেলে মেয়েরা কাজ পায় নি। অথচ রাজ্য সরকার প্রতিমন্ত্রী, দিয়েছিল নিউটাউন প্রকল্পে স্থানীয় জমি অধিগ্রহণকারী পরিবারের ছেলেমেয়েরা বহুজাতিক তথ্য প্রযুক্তি সংস্থায় কাজের সুযোগ পাবে। শপিং মল বিলাসবহুল হোটেল–বৈদিক ভিলেজে ইংরেজি ভাষায় কথাবার্তায় পারদর্শীদের কাজের সুযোগ দেওয়া হয়।

হিডকো তাদের রিপোর্টে ১৫০ মিলিয়ন শ্রম দিবস ও স্বল্প শিক্ষিতদের জন্য হাজার রকমের কাদের ফিরিস্তি দিয়েছিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় বহুজাতি সংস্থায় কাজের সুযোগ হয়। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে স্থানীয় জমিহারা পরিবারের দিশেহারা যুবকেরা আবাসন প্রকল্প নির্মাণ এলাকায় গড়ে তোলে সিন্ডিকেট রাজ। আবাসন নির্মাণের জন্য বালি সিমেন্ট ইট স্টোনচিপ কিনতে গেলে তাদের কাছ থেকে চড়া দামে চিনতে হবে। সিন্ডিকেটের দখল নিয়ে সাম্প্রতিককালে রাজারহাট নিউটাউন অঞ্চলে যে সংঘর্ষ ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কারিগর কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্ক্সবাদী) দলটি। অতীতে সিপিএমের দাপটে তৃণমূল কংগ্রেস–কংগ্রেস সিন্ডিকেটের সদস্য ছিল। বর্তমানে সিপিএমের হার্মাদরা তৃণমূলের ভৈরব বাহিনীতে যোগ দিয়ে এলাকা দখলের জন্য গোষ্ঠী সংঘর্ষে নিউটাউনকে ত্রাসের এলাকায় পরিণত করেছে।

আসলে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তদের সমর্থন আদায়ের জন্য রাজারহাটে বিলাসবহুল হোটেল আবাসন আইটি হাব নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিল। বর্তমানে রাজারহাটে আইটি সেক্টরে ২৫টির বেশি সংস্থায় কর্মসংস্থান হয়েছে ৫০ হাজারের আশে পাশে। কিন্তু এই রাজ্যে প্রতিবছর ৫০ হাজারের বেশি ইঞ্জিনিয়ার সরকারি বেসরকারি কলেজ থেকে পাশ করে বেরোচ্ছে। অথচ চাকরি নেই।

কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ঘরহারাদের জন্য ঘর সেবার প্রতিশ্রুতি হিডকো দিয়েছিল। ২০০৮–০৯ সালের ক্যাগের রিপোর্টে দেখা যায় বিত্তবান কৃষকদের জন্য যেভাবে আবাসনের জন্য প্লট দেওয়া হয় নি। হিডকোর প্রকল্প রিপোর্টে লেখা হয় ৩০,৮৯৬ আবাসস্থল অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসরদের জন্য দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ১৮০০ বেশি প্ল্যান্ট ২০১০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। তার মধ্যে ৭০০টি ফ্ল্যাট নিম্ন আয় ব্যক্তিদের জন্য বন্টন করা হয়েছে। যারা পেয়েছে তাদের মধ্যে কমপক্ষে ২৫% ক্ষেতমজুর নয়। কৃষক সভার নেতারা বেনামে এই ফ্ল্যাটগুলো দখল করেছে।

ক্যাগের রিপোর্টে হিডকোর জমি বন্টন নীতির ক্ষেত্রে দুর্নীতির আভাস পাওয়া যায়। ২০০৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৭১৯ একর জমির মধ্যে মাত্র ২৯০ একর জমি শিল্প–বাণিজ্যের জন্য বহুজাতিক সংস্থাকে লিজ দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে ৪৯৮.৯৭ একর জমি ৩১০.৫ একর জমি টেন্ডার থেকে আর্থিক সংস্থাকে ৩৫৯১ বিভিন্ন সমবায় সংস্থা গঠন করে প্রদান করা হয়েছে। বাকি জমি মন্ত্রীর কোটা চেয়ারম্যান কোটার নামে যে বিলি করা হয়েছে তা অনৈতিক। ২০১৫ সালে ১৩ই মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় এক জনস্বার্থ মামলায় রায় দেয় 'চেয়ারম্যানের কোটা' রাজারহাট জমি বন্টনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বেআইনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১১ সালে ২রা ফেব্রুয়ারি প্রাক্তন আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব বিধানসভা অধিবেশনে এক প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছিলেন ২১৩টি প্লট চেয়ারম্যানের কোটায় বিলি করা হয়েছে।

এই কোটায় জমি বিলির প্রাপকদের মধ্যে বামফ্রন্টের স্তাবক আমলা উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক এমন কি বিচারপতিদের নাম ছিল। রাজনৈতিক স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে গৌতম দেব মহাশয় এবং তার অনুগত হিডকোর চেয়ারম্যান জমি বিলির খয়রাতি শুরু করেছিল। মজার বিষয় বামফ্রন্ট ক্ষমতা থেকে চলে যাবার পর হিডকোর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ গোপন ফাইলপত্র পুড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থাপকতা দ্বারা ধারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা অন্যান্য মন্ত্রীদের বিশ্বাসভাজন হয়েছেন এবং সরকারের দায়িত্ব পূর্ণ পদে আসীন আছেন। আর নিম্ন আয়ের মানুষ পুনর্বাসনের ভাওতা পেয়েছে।

প্রমোদ গুপ্ত রাজারহাট নিউটাউন প্রকল্পের ওপর ৩০ মিনিটে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছে আমাদের জমিতে ওদের নগরী। জমিহারাদের প্রশ্ন জমি গেলে খাব কি? ওদের নগরায়ন শিল্পায়ন আমাদের পেটে টান, চোখের জল।

ভুবনডাঙার পাঁচালী

জোড়া শতবর্ষ

কেউ খবর রাখল না। নিঃশব্দে কখন সকলের অগোচরে পার হয়ে গেল স্বদেশী বিপ্লবীদের আর এক মহান কীর্তি রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের শতবর্ষ। খবর এল অস্ত্র ব্যবসায়ী আর বি রডা কোম্পানির জন্য এক বিশাল অস্ত্র সম্ভার দু তিন দিনের মধ্যেই কাস্টমস হাউসে এসে পৌঁছাবে। এর সঙ্গে আসছে অন্য এক কনসাইনমেন্টের পঞ্চাশটি সসার পিস্তল এবং পঞ্চাশ হাজার রাউন্ড কার্তুজ। চোখ চকচক করে উঠল ভারত মায়ের মুক্তির জন্য আকুল দামলা ছেলে শ্রীশ মিত্র, হরিদাস দত্ত, শ্রীশ পাল, খগেন দাশ, অনুকুল মুখার্জী, হেমচন্দ্র ঘোষ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীদের। ঠিক হল পঞ্চাশটি পিস্তল আর পঞ্চাশ হাজার রাউন্ড কার্তুজ লুঠ করতে হবে। ১৯১৪ সালের ২৫ আগস্ট নিখুঁত পরিকল্পনায় কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে লুঠ করা অস্ত্র চলে গেল বিপ্লবীদের ডেরায়। পরে এদের প্রায় সকলেরই শাস্তি হয়। বস্তুত এই অস্ত্রেই বাঘাযতীন ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে চালিয়েছিলেন ঐতিহাসিক বুড়িবালামের যুদ্ধ। দুটি ঘটনাই আমাদের অজান্তে পার করল শতবর্ষের চৌকাঠ। স্বাধীন ভারতের স্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছেন দেশের জন্য সর্বত্যাগী এইসব বিপ্লবী সন্ন্যাসীরা। এখন স্বাধীনতার স্বাদ অন্য। তবুও আমাদের দায়িত্ব থেকে যায়। জোড়া শতবর্ষের কিনারায় দাঁড়িয়ে তাঁদের জানাই শতকোটি প্রণাম।

রবি ঠাকুরের গোরা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোরা উপন্যাসের ১০৫ বছরের শুক্লা মিত্রের পরিচালনায় 'গোরা' চলচ্চিত্রের মুক্তি পেল নন্দনে। এর আগে অবশ্য 'গোরা' চলচ্চিত্র তৈরি করেছিলেন নরেশ মিত্র এবং সেই ছবির সংগীত পরিচালনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এখনকার সমাজের অর্থাৎ এই জাতপাতের সংস্কারে জর্জরিত সারা দেশ। তাই ৭৫ বছর পর আবার 'গোরা' ফিরে এল প্রেক্ষাগৃহে। ছবির অপূর্ব লোকেশন এবং দক্ষ কলাকুশলী এই ছবি কতটা এই সমাজে সাড়া ফেলবে সেটাই এখন দেখার।

অভিনয় করেছেন রিজাউল হক, ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসু, দেবিকা মিত্র, তণিমা সেন, প্রদীপ মুখার্জি, অনুসূয়া মজুমদার, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সেঁজুতি সেনগুপ্ত ও আরও অনেকে। সঙ্গীত পরিচালনা ও নেপথ্য কণ্ঠে গৌতম মিত্র।

ধন্য প্রবর্তক সংঘ

ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে টক্কর দিতে স্বদেশি যুগে স্বাধীনতা আন্দোলনে গভীর রেখাপাত করেছিল প্রবর্তক সংঘ। এই সংঘের প্রবর্তন করেছিলেন মতিলাল রায়। একদিকে মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং অন্যদিকে স্বদেশী ব্যবসায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে প্রবর্তক সংঘ এবং আশ্রম তখন দেশবাসী থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও দেশনায়কদের চোখের মণি। স্বদেশীদের পীঠস্থান চন্দননগরের গঙ্গার ধারে বোড়াই চণ্ডীতলার প্রবর্তক আশ্রমে পায়ের ধুলো পড়েনি কার? এখানে অনেকদিন কাটিয়েছেন শ্রী অরবিন্দ। ভাষণ দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র। এছাড়াও এখানে পা রেখেছেন চারুচন্দ্র রায়। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু

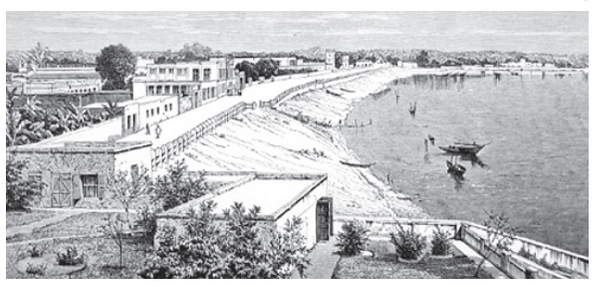

চিত্তরঞ্জন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধি, ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ থেকে শুরু করে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, বিধানচন্দ্র রায় পর্যন্ত। ১৯১৫ থেকে ২০১৫। এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানের ১০০ বছর। গত ২৩ আগস্ট চন্দননগর জ্যোতিরিন্দ্র সভাগৃহে প্রকাশিত হল শতবার্ষিকী সংকলন। উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মেয়র থেকে শুরু করে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। জড়ো হয়েছিলেন সাধারণ মানুষও। সকলের প্রণাম এক হয়ে গেল শতবর্ষের ঐতিহ্যের সোপান তলে।

কলকাতা পুলিশ এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের পুলিশ অফিসারস গিল্ড–এর তরফ থেকে ভারত সেবা আশ্রমের মহারাজের হাতে বন্যা পীড়িত এলাকার জন্য কিছু ত্রাণ এবং অর্থ তুলে দিলেন সহ সভাপতি কুমারেশ সেন ও অন্যান্য সদস্যরা।

অমর কানাইলাল

৩০ আগস্ট ভোরে মনটা কেঁপে উঠল। ১৮৮৮ সালের এই দিনেই তো চন্দননগরের মাটিতে জন্ম নিয়েছিল দেশের জন্য বলি প্রদত্ত আর এক শহিদ প্রাণ কানাইলাল দত্ত। আজ তার ১২৭ বছর। ইংরেজদের নাজেহাল করা ঐতিহাসিক মানিকতলা বোমা মামলায় ধরা পড়ে কানাই। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়দের সঙ্গে আলিপুরের আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয় কানাই। ঠাঁই হয় প্রেসিডেন্সিতে। এখানেই কানাই–সত্যেন যুগলবন্দী উপাখ্যান রচনা করে ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণকারী রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে। ১৯০০ সালের ১০ নভেম্বর ফাঁসি হয় কানাই–সত্যেনের। ভিত আরও কিছুটা কেঁপে যায় ব্রিটিশ রাজের। কেওড়াতলায় কানাইয়ের অন্তেষ্টিতে ভেঙে পড়েছিল দেশবাসী। উঠেছিল দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শ্লোগান। আজও কানাই আছে, কানাইয়ের সংগ্রামের স্বীকৃতিকে মনে করিয়ে দিলেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী। চন্দননগরে কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র স্নিগ্ধা ঘোষ, প্রধান শিক্ষক রতন চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রবীর ঘোষ।

গৌরবের ১৫০

আজকের বাংলায় শিক্ষার নৈরাজ্যে ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্কের বিষবাষ্পের মধ্যেও যে প্রতিষ্ঠানগুলি আজও পীঠস্থান রূপে চিহ্নিত তার মধ্যে অন্যতম হল হরিনাভী উচ্চবিদ্যালয়। গত ২৫ আগস্ট উদযাপিত হল এই প্রণম্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৫০ বছর। ১৮৬৬ সালে এই বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন শিক্ষাবিদ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। ঝাঁ চকচকে ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের ভিড়ে ১৫০ বছর ধরে নিজেকে চিনিয়ে রেখেছে হরিনাভী উচ্চবিদ্যালয়। গত ২৫ আগস্ট সার্ধশতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে এই স্বীকৃতিই দিয়ে গেলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

ছাত্র ছাত্রীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কয়েকশো ছাত্র–ছাত্রী স্কুল না করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমার ঝড়খালি কোস্টাল থানার নফরগঞ্জ বৈদ্যনাথ বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলের গেটের সামনে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের ছাত্র শংকর মিস্ত্রী দেরি করে স্কুলে আসায় তাকে ঢুকতে না দিয়ে মারধর করায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে কয়েকশো ছাত্র–ছাত্রী। এই ঘটনায় অভিযুক্ত পরিচালন সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে এই বিক্ষোভ চলতে থাকবে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

লায়ন্স ক্লাবে শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : লায়ন্স ক্লাব অফ বেহালা (কেয়ার অ্যান্ড সার্ভিস) বিগত বছরগুলির মতো এ বছরও পালন করল শিক্ষক দিবস। বেহালা জনকল্যাণ স্কুলের পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠানে তারা আয়োজন করেছিল নানা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। সেন্ট থমাস স্কুল ফর বয়েজে সিনিয়র টিচার প্রিয়াঙ্কা সিং, বরিষা উত্তর বালিকা বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিকা পন্থা তরফদার, ব্রতচারী বালিকা বিদ্যাশ্রমের প্রধান শিক্ষিকা শ্রাবণী ব্যানার্জী এবং ব্রহ্মচারী প্রাণেশ কুমার গার্লস স্কুলের স্বাতী বিশ্বাসকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

দুঃস্থদের বস্ত্র এবং বই বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনে সাগর থানা সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে ২ হাজার দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ এবং ১৫০ জন ছাত্র–ছাত্রীদের বই বিতরণ করা হয়। সাগর থানার ওসি অরিন্দম ভট্টাচার্যের উদ্যোগে এদিন ২দিন ব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরও সংগঠিত হয়। চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের বই ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা সাগর কেন্দ্রের বিধায়ক বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিতা মাইতি, প্রাক্তন বিধায়ক মিলন পড়ুয়া প্রমুখ। বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন রক্তদান মানুষের জীবন দান। এটি আমাদের সামাজিক কাজ। এই শিবিরের ফলে বহু গরিব মানুষ চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় উপকৃত হবে। এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে ৬৫৬ জন। এর মধ্যে ২৫৬ জন মহিলা রক্তদান করে। ২ হাজার দুঃস্থদের বস্ত্র এবং ১৫০ জন দুঃস্থ ছাত্র–ছাত্রীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়। কয়েক হাজার সাধারণ মানুষের উপস্থিত ছিল, যা চোখে পড়ার মতন। সাগর থানার ওসি অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন বহু মানুষ রক্তের অভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ৬৫৬ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করে। বিনামূল্যে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। তবে এলাকার সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে উঠেছে।

ফের সংঘর্ষ তৃণমূলে

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, অফিসের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রধান হরিপদ মণ্ডল জোর করে বেশ কয়েকটি সাদা কাগজে প্রভাংশুকে মুচলেকা লিখতে বাধ্য করান। এরপর দীর্ঘক্ষণ পঞ্চায়েতের সামনে প্রকাশ্যে পোস্টে বেঁধে প্রভাংশুকে কিল, ঘুঁষি ও বাঁশ–লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধোর করা হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ প্রভাংশুকে উদ্ধার করে। গোপন আস্তানা থেকে গুরুতর জখম প্রভাংশু ফোনে জানান, 'পঞ্চায়েতের গীতাঞ্জলি প্রকল্পের দুর্নীতি নিয়ে প্রশাসনের কাছে একাধিক লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলাম। তারপর থেকে পঞ্চায়েত প্রধান হরিপদ মণ্ডলের চক্ষুশূল হয়ে যাই। সকালে আমাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে আসে প্রধানের দলবলেরা। প্রকাশ্যে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে পোস্টে বেঁধে ১৫ জন মত বেধড়ক মারধর করে। এরপর প্রধান ও তার দলবল বেশ কয়েকটি সাদা কাগজে মুচলেকা লিখিয়ে নেয়। পুলিশ উদ্ধার করলেও কোনও অভিযোগ নিতে চায়নি। এখন আমি চিকিৎসা করাতে পারছি না। আতঙ্কে আত্মগোপন করে রয়েছি।' যদিও কাকদ্বীপ মহকুমা শাসক রাহুল নাথ জানান, 'অভিযোগ খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জেলার এক পুলিশ কর্তা জানান, 'পঞ্চায়েত সংক্রান্ত একটা গন্ডোগোলের খবর এসেছিল। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।'

অবহেলার নিদর্শন উত্তরে

প্রথম পাতার পর

এমনকি এই ঘটনাকে তিনি কিছু লোকের ব্যক্তি বিদ্বেষ এবং কোনও বাজে অভিসন্ধি বলেও মন্তব্য করেন। বিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক অরিন্দম বাগচি বলেন, 'এই স্কুল থেকে কলতান প্রেক্ষাগৃহ ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। অথচ স্থানীয় একজন জাতীয় শিক্ষক, শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে ব্রাত্য হলেন, এটা গোটা শিক্ষক সমাজের কাছে অন্য বার্তা বহন করে।' স্কুলসূত্রে জানা যায়, সত্যজিৎবাবু ২০১৪ সালে শুধু যে জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার পান তাই নয়। এই বছরই তিনি 'গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড'এও মনোনীত হন। যার মূল্যমান নোবেল পুরস্কারের সমতুল। আরও জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল শিক্ষা সেলের তিনি বারাসত মহকুমা সভাপতি ছিলেন। এও জানা যায়, গত তিরিশ বছর ধরে হাবড়ায় যারা দক্ষিণপন্থী শিক্ষক সংগঠনের পুরোধা এবং ৩৪ বছর বামফ্রন্টের শাসনকালে মাটি কামড়ে লড়াই আন্দোলন করেছেন, সেই প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মানিকলাল রায়চৌধুরী, পার্থ ঘোষ, সুভাষ দত্ত, সুব্রত সরকার, সঞ্জয় দাস, বিরাজ শীল প্রমুখরা কেউই এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাননি। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন অনেকেই সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন। এটা হাবড়ার জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এমনকি স্থানীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষকে বিভাজন করেছে বলে হাবড়ার বিদগ্ধ মানুষরা মনে করছেন। এর ফল স্বরূপ প্রায় ৭০০ মানুষ আমন্ত্রিত থাকলেও অনুপস্থিত ছিলেন প্রায় পাঁচ শতাধিক। তবে এদিন দশজন শিক্ষককে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫ সেপ্টেম্বর মধ্যমগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিক্ষকদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ছিল। এই অনুষ্ঠানে আটজন প্রাথমিক শিক্ষককে সম্বর্ধিত করা হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সম্রাটবাবু বিক্ষোভের মুখে পড়েন।

প্রসঙ্গত, ৬ সেপ্টেম্বর হাবড়ার কলতান প্রেক্ষাগৃহের অনুষ্ঠানে জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কারপ্রাপ্ত সত্যজিৎবাবুকে আমন্ত্রণ জানানো না হলেও, তার সম্বর্ধনায় খামতি রাখেনি হাবড়া থানার আইসি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়। মৈনাকবাবু এদিন ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই জাতীয় শিক্ষকের কাছে যান এবং হাবড়ার সমগ্র পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। প্রধান শিক্ষকের কাছে এর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'মৈনাকবাবু যেদিন হাবড়ার আইসি হয়ে আসেন সেদিনই তার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন হয়। তখনই মনে হয়েছিল, মানুষটা খুবই আন্তরিক এবং মানবিক। এদিন সেই ভাবনারই পরিচয় পাওয়া গেল। এজন্য আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। সমাজের কাছে মৈনাকবাবুর এই আচরণ একটা মেলবন্ধনের বার্তা পৌঁছে দিল।' উল্লেখ্য, সত্যজিৎবাবুর ২৯ বছরের শিক্ষকতা জীবনে প্রধান শিক্ষকতা করেছেন প্রায় ১৮ বছর। খুব শীঘ্রই উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার একমাত্র 'সিনিয়র' প্রধান শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হতে চলেছেন তিনি। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় সূত্রে এমন তথ্যই জানা গিয়েছে।

সরকারি পোল্ট্রি ফার্মের বিরুদ্ধে অবৈধ বিক্রির অভিযোগ

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা গোবরডাঙার খাটুরার সরকারি পোল্ট্রি ফার্ম। এই পোল্ট্রি ফার্মটির বয়স নয় নয় করেও প্রায় তিপ্পান্ন বছর। ১৯৬২ সালে প্রায় ৪৫ বিঘা জমির উপর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জমিতে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য অনেকগুলি আম গাছ আছে। এটাকে 'হেরিটেজ গার্ডেন'ও বলা হয়। এই ঐতিহ্যশালী বাগানেই গড়ে উঠেছে গোবরডাঙা সরকারি পোল্ট্রি ফার্ম। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই পোল্ট্রি ফার্মে ছোট–খাটো হাঁস বা মুরগির ছানার ক্রেতাদের কোনও রসিদ দেওয়া হয়না। জনৈক ক্রেতা স্বপন দাসের অভিযোগ, তিনি গত ৭ সেপ্টেম্বর একদিন বয়সের ১০টি মুরগির ছানা কেনেন। যার মোট মূল্য হিসেবে তাঁকে দিতে হয় ২৫০ টাকা। এই টাকার জন্য তাকে কোনও রসিদ সংস্থার পক্ষ থেকে দেওয়া হয় না। তিনি রসিদ দাবি করলে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হয়, রসিদ পেতে গেলে তাকে ন্যূনতম ১০০টি ছানা কিনতে হবে। স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, স্বপনবাবুর মতো এমন অনেক ক্রেতাই আছেন, যারা দশ পনেরটা বাচ্চা বাড়িতে পালন করার জন্য কেনেন। কিন্তু তাদের কোনও টাকার রসিদ সংস্থার পক্ষ থেকে দেওয়া হয় না। স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দীপক কুমার দাঁ এই ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এটা কি করে সম্ভব। কারণ এই ফার্মটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। আর সরকারি দোকানে ১০০টি বাচ্চা না কিনলে টাকার রসিদ দেওয়া হবে না, এ ধরনের যুক্তি ভিত্তিহীন।' তিনি এও বলেন, '১০০টির কম হাঁস–মুরগির ছানা কিনলে টাকার রসিদ ক্রেতাকে দেওয়া হবে না, এমন কোনও বিজ্ঞপ্তিও জারি করা নেই সংস্থার নোটিশ বোর্ডে।' ফলে এভাবে ক্রেতাকে রসিদ না দেওয়াটা অনৈতিক ও অবৈধ বলে মন্তব্য করেন এই শিক্ষক।

পারমিট সত্ত্বেও বিশবাঁও জলে বুড়ুল–বজবজ ম্যাজিক গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন ধরে পারমিট থাকা সত্ত্বেও বুড়ুল থেকে বজবজ স্টেশন পর্যন্ত দুটি রুটের ম্যাজিক গাড়ি চালু না হওয়ায় এলাকার মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। সেই সঙ্গে যারা পারমিট পেয়ে গাড়ি কিনেছেন, তারাও ক্ষুব্ধ। কারণ ইতিমধ্যেই গাড়ির জন্য মাসে মাসে কিস্তি গুনতে হচ্ছে। পরিবহন দফতর বুড়ুল থেকে নদীর পাড় দিয়ে ডোঙারিয়া হয়ে এবং বুড়ুল থেকে রানিয়া সাতগাছিয়া হয়ে বজবজ স্টেশন পর্যন্ত দুটি রুটে পারমিট দেয়। কিন্তু বজবজ রুটের চলতি তৃণমূলপন্থী অটো ইউনিয়ন বজবজ স্টেশন চত্বরে ম্যাজিক গাড়ি ঢুকতে দেবে না বলে বিক্ষোভ শুরু করে। বজবজের বিধায়ক অশোক দেবের মধ্যস্থতায় বারবার তৃণমূলের সাতগাছিয়া ও বজবজের নেতৃত্ব সভা করলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। তৃণমূলের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা বলেন, বিধায়ক শুধু বজবজের কথা ভাবছেন, সাতগাছিয়া এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কথা ভাবছেন না। প্রোগ্রেসিভ ম্যাজিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কুতুবউদ্দিন মোল্লা বলেন, অনেক টালবাহানা হচ্ছে। তবে গত ৯ সেপ্টেম্বর আলিপুরে আরটিও–র ঘরে এক সভায় বিধায়ক অশোক দেব এবং আরটিও–র চেয়ারম্যান শুভাশিস চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। ঠিক হয়েছে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ম্যাজিক পরিষেবা শুরু হবে। তবে বুড়ুল থেকে গাড়ি চলবে বজবজের ৭৬এ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত। বিধায়ক অশোক দেব এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন।

বিধায়কের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ

তৃণমূলে যোগ সিপিএম পঞ্চায়েত সদস্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ আগস্ট সাতগাছিয়া অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নোদাখালিতে রাখী বন্ধন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক, যুব সভাপতি তাপস চক্রবর্তী, স্বপন রায়, বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ তরুণ রায়। ওই সভাতে ২০৩ নম্বর বুথের (আয়মা গ্রাম) সিপিএমের থেকে নির্বাচিত সদস্যা নাদিরা বিবি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁর হাতে ব্লক সভাপতি জসীমউদ্দিন মল্লিক তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন। সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তমানে তৃণমূলেরই দখলে আছে। তবে এই যোগদানে পঞ্চায়েতে তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮, সিপিএম ৫। নাদিরা বিবি বলেন, গ্রামের উন্নয়নের স্বার্থেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম। নাদিরা বিবিকে তৃণমূলে যোগদানের ব্যাপারে আফসার দর্জি এবং শেখ আলমগীর বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এদিনের সভা পরিচালনা করেন সাতগাছিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি মলয় সাঁতরা। বিধানসভা ভোট যত সামনে আসছে ততই দল বদলের ছবিটা বেশি করে প্রকট হয়ে উঠছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই ঘটনা একটা উদাহরণ মাত্র। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে রাজারহাটের প্রাক্তন ডাকাবুকো সিপিএম নেতা তাপস চট্টোপাধ্যায়ের সরাসরি তৃণমূলে সামিল হওয়া এই দলবদলের ঘটনাকে আরও ত্বরান্বিত করছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

রানিয়ার পূর্ব পোয়ালী গ্রামে ক্লাব নিয়ে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ সেপ্টেম্বর নোদাখালি থানার রানিয়া অঞ্চলের পূর্ব পোয়ালী গ্রামের ছাগুলিয়া মাঠে একটি ক্লাব তৈরিকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সেই ঘটনায় সওকত আলি মোল্লা (৬২) নামে এক ব্যক্তিকে বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর লোকজন ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। জখম ওই ব্যক্তিকে এম আর বাঙ্গুরে ভর্তি করা হলে অবস্থার অবনতি হয়। তারপর একটা বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করলে একদিন পর তিনি মারা যান। ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। গত ৮ সেপ্টেম্বর এলাকার বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার সোনালী গুহ মৃতদেহ নিয়ে এলাকায় ঢোকেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেন। তিনি বলেন, দুষ্কৃতীরা যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায়, তিনি সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবেন। বজবজ ২ নং ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সওকত আলি মোল্লা আমাদের দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি একজন সমাজসেবী। সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তার ওপর হামলা চালিয়েছে। আরও অনেকে জখম হয়েছে। বুচানবাবু বলেন, দুষ্কৃতীদের মূল মদতদাতা হবিবুর রহমান মোল্লা এবং তার ভাই। তাদের উপযুক্ত শাস্তি চাই। পুলিশ যতদিন না মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতার করবে ততদিন আমাদের আন্দোলন চলছে। আগামী রবিবার ওই গ্রামে প্রতিবাদ ও স্মরণসভা হবে। পুলিশ সূত্রের খবর ওই ঘটনায় অভিযুক্ত হয়েছেন ১৪ জন। পাঁচজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদের খোঁজ চলছে।

গড়িয়ায় শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গড়িয়া বোড়ালে রক্ষিতের মোড়ে গত ৬ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ দের উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা ও অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের স্মারক সম্মান দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা নবনিতা চট্টোপাধ্যায়, বিধানসভার মুখ্য সচিব শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সোনারপুর উত্তর ও দক্ষিণের দুই বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম ও জীবন মুখোপাধ্যায়, জেলার যুব তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি ও ১৭ নম্বর বোরো কমিটির চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য, রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা সরকার ও সি, আই সি নজরুল আলি মণ্ডল। মোট ৬৫ জন শিক্ষক শিক্ষিকাদের এদিন সম্মান জানানো হয়।

সকল বক্তার কথায় ছিল ভালো মানুষ হওয়ার আহ্বান। সকলেই বলেন অভিভাবকদের উচিত ইঁদুর দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ঠেলে না দিয়ে সন্তানদের ভালো মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষা দেওয়া। বক্তারা বলেন শিক্ষকদের প্রফেশন একেবারেই আলাদা। অন্য পেশায় অবসরের পর কোনও সম্মান থাকে না, অথচ শিক্ষকরা চিরকাল প্রণাম পান। শিক্ষকদেরও এই সম্মান বজায় রাখতে হবে। পুরবাসী ছাড়াও অনুষ্ঠানে যোগ দেয় বহু ছাত্রছাত্রী।

ভদ্রেশ্বরের চণ্ডীতলায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভদ্রেশ্বর তৃণমূল কংগ্রেস ও যুব তৃণমূল কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে কৃষ্ণপট্টী চণ্ডীতলা (১৮ নং ওয়ার্ডে) এলাকায় একান্ত আপন ভবনে গত রবিবার(৬ই সেপ্টেম্বর) এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই রক্তদান শিবিরটি শতাধিক তৃণমূল সমর্থকদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভদ্রেশ্বর পুরসভার ভাইস–চেয়ারম্যান প্রলয় চক্রবর্তী বলেন, গ্রীষ্মের উত্তপ্ত গরমে প্রচণ্ড রক্তের সংকট দেখা দেওয়া। এছাড়াও মুমূর্ষ রোগীকে রক্তের যোগান দেওয়ার জন্য এই রক্তদান। এদিন পুরুলিয়া ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন। এতে পুরুষ ও মহিলা সহ ১৩২ জন রক্তদানে অংশগ্রহণ করেন। এই মহৎ রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলাররা এবং চন্দননগরের বিধায়ক অশোক সাউ, রাজ্যের শ্রম দফতরের সচিব তপন দাশগুপ্তসহ স্থানীয় বহু মানুষ।

অক্ষরধাম মন্দিরে পূজিতা হবেন পিতলের দুর্গা

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : শহরের অন্যান্য বড় পুজোগুলির সঙ্গে সমানতালে টেক্কা দিতে তৈরি হয়েছে ক্যানিংয়ের একাধিক পুজো কমিটি। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–ব ব্লকের মাতলা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মিঠাখালি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবার ২৬তম বর্ষে দিল্লির অক্ষরধাম মন্দিরকে পুজোর থিম হিসাবে ফুটিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পুজোর দায়িত্বে পুরুষরা থাকলেও দেখভাল করেন এলাকার মহিলারা। শাস্ত্রীয় রীতিনীতি মেনে নিষ্ঠা সহকারে এই পুজো চলে আসছে। এবার পিতলের তৈরি অন্নপূর্ণা রূপে মা দুর্গাকে মন্ডপে শান্তিরূপিণী দশভূজা হিসাবে দেখানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে পিতলের অন্নপূর্ণাকে ধীরে ধীরে রূপ দিচ্ছেন সুন্দরবনের মৃৎশিল্পী সজল ঘোষ। এদিকে শিল্পী অপু পাত্র প্রায় জনা পঞ্চাশ কর্মীকে নিয়ে বাঁশ, বাটাম, কাপড়, চট, ত্রিপল, বোর্ড দিয়ে গড়ে তুলছেন মণ্ডপ। সেখানে চলছে কাঠের সূক্ষ্ম কারুকার্য। অপু জানান বিশ্বে ১১৭টি অক্ষরধাম মন্দির আছে। এটি দিল্লির। মন্দিরের উপরে থাকছে বড় ছোট মিলিয়ে ১১টি চূড়া। মন্দিরের নীচে স্তম্ভগুলিতে থাকবে কারু কার্য।

মন্দিরের সামনে থাকছে বেশ কিছু হাতি। প্রতি বছরে মতো এবারেও এলাকার মহিলারাই এগিয়ে এসেছেন এই দুর্গোৎসবকে সার্থক করে তুলতে। গৌরী দাসের নেতৃত্বে ঝর্ণা ত্রিপাঠী, জয়ন্তী পুঁই, রত্না ঘরামী, সুস্মিতা বিশ্বাসেরা এখন ব্যস্ত আছেন আয়োজনে। পুজো কমিটির সভাপতি উত্তম দাস এবং সম্পাদক পরেশ রাম দাস জানান পুজোর কটাদিন থাকছে নানা অনুষ্ঠান। প্রথমাতে অক্ষরধাম মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করবেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। এছাড়াও সংস্কৃতি মঞ্চে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ, প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সাহায্য করা হবে। এলাকাবাসীকে সচেতন করে তুলতে কয়েকশো ফলের গাছ বিতরণ করা হবে।

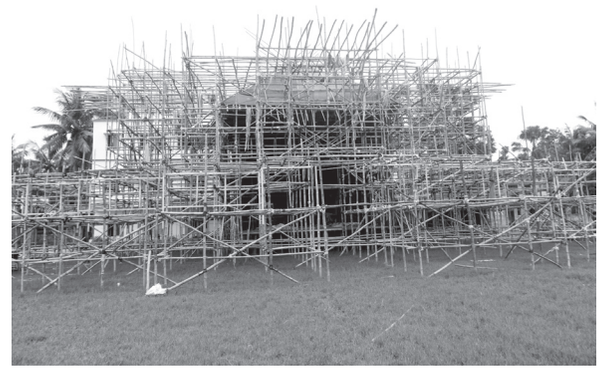

OFFICE OF THE
BARUIPUR PANCHAYAT SAMITY
PIYALI TOWN,BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS

ADVERTISEMENT

NIT NO: 06/BPS OF 2015–2016
MEMO NO: 2297/BPS dt. 02.09.2015

Sealed tenders are invited from bonafide and experienced contractors and registered co–operative societies for construction of concrete road, bituminous road, sinking of tubewell under Baruipur Panchayat Samity.

A) Date of Application for tender paper : 22/09/2015 between 11 am to 4 pm
B) Date and time of issuing tender paper: 23/09/2015 between 11 am to 3 pm
C) Last date and time for receiving of tender form : 24/09/2015 within 2 pm
D) Date and time of opening of tender form: 24/09/2015 at 3 pm

FOR FURTHER DETAIL THE OFFICIAL WEBSITE OF THIS ESTABLISHMENT (www.baruipurdevblock.org) OR THE UNDERSIGNED MAY BE CONTACTED

EXECUTIVE OFFICER
BARUIPUR PANCHAYAT SAMITY

OFFICE OF THE
BARUIPUR PANCHAYAT SAMITY
PIYALI TOWN,BARUIPUR,SOUTH 24 PARGANAS

ADVERTISEMENT

NIT NO: 05/BPS OF 2015–2016
MEMO NO: 2296/BPS dt. 02.09.2015

E– tenders are invited from bonafide and experienced contractors and registered co–operative societies for construction of ICDS building at different places under Baruipur Panchayat Samity.

A) Date of publishing : 07/09/2015
B) Bid documents download start date: 07/09/2015
C) Online submission start date: 07/09/2015 from 2.00 p.m.
D) Bid submission closing date: 22/09/2015 upto 2.00 pm
E) Submission of hard copy: 22/09/2015 upto 2.00 pm
(All documents including EMD & Tender Cost)
F) Technical Bid opening date: 23/09/2015

FOR FURTHER DETAIL THE OFFICIAL WEBSITE OF THIS ESTABLISHMENT (www.baruipurdevblock.org) OR THE UNDERSIGNED MAY BE CONTACTED

EXECUTIVE OFFICER
BARUIPUR PANCHAYAT SAMITY

প্রথম অনার্স গ্রাজুয়েট কবি কামিনী রায় বিস্মৃত প্রায়

মানস ঘোষ

কবি কামিনী রায় বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সামান্য ছোট। কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''আলো ছায়া'' আটটি সংস্করণে ছাপা হয়েছিল। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুগ্ধ হয়েছিলেন বালিকা কামিনীর কাব্য প্রতিভায়।

প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা এবং দুবছর পর এফ এ পরীক্ষাতে সুনামের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত অনার্স সহ বি এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে বেথুন স্কুলের শিক্ষিকা হন।

কামিনী রায়ের বাল্য শিক্ষা তাঁর মায়ের কাছে। রান্নাঘরে মাটির কাঁচা দেওয়ালে বর্ণ লেখা অভ্যাস করেছিলেন। বর্ণ শেখার পর তা মাটিতে লেপে মুছে দিতেন । কারণ পাছে লোকে জানতে পারে।

সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কামিনী রায়ের পারিবারিক জীবনে নেমে আসে শোকের ছায়া। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান স্বামী কেদার নাথ রায়। একমাত্র পুত্র ১৩ বছর বয়সী অশোকের মৃত্যু হয়। মারা যায় একমাত্র কন্যা লীলা। একের পর এক মৃত্যুর শোকে কামিনী রায়ের কাব্যচর্চা স্তব্ধ হয়ে যায়। পুত্র শোকের যন্ত্রণায় সৃষ্টি হয় 'অশোক সংগীত' সনেট কাব্যগ্রন্থ।

কামিনী রায়ের লেখা ''সুখ'' নামে কবিতাটির আবেদন আজও অমলিন। এই কবিতাটির কয়েকটি লাইনের ''ভাবসম্প্রসারণ'' লিখে আজও মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করতে হয় ছেলেমেয়েদের।

কামিনী রায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল – (১) মাল্য ও নির্মাল্য (২) পৌরাণিকী (৩) দীপ ও ধূপ (৪) নির্মাল্য।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''আলোছায়া'' প্রকাশের পর ছোটদের নিয়ে লেখা কাব্যগ্রন্থ ''গুঞ্জন'' প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত ''মুকুল'' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

তাঁর লেখা ''ঠাকুরমার চিঠি'' এবং ''নাতনির জবাব'' ছোটদের কাছে খুবই উপযোগী গ্রন্থ। তাঁর লেখা ''অম্বা'' কাব্য নাট্য এবং গদ্যে লেখা ''সিতিমা'' নাটিকা বেশ সমাদৃত হয় সকল কাব্যপ্রেমিক মানুষের কাছে।

১৯৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কবি কামিনী রায়ের জীবনাবসান হয়। চন্ডীচরণ সেনের মেয়ে কবি কামিনী রায়ের জন্ম হয় বাংলাদেশের বাঘরগঞ্জের বাসন্তা গ্রামে ১৮৬৪ সালে।

কবি কামিনী রায়ের কলস থেকে বেরিয়েছিল এইসব লাইনগুলি ''সীতা সাবিত্রীর জনমে পাবিত/ভারতে রমণী হারায় মান/শুনিয়া নিশ্চিন্ত রয়েছিস সবে/তোদের সতীত্ব শুধু কি কান?/রমণীর তরে কাঁদে না রমণী/রমণী শকতি অসুরদলনী/তোরা নিরমিত কি ধাতু দিয়া?''

ভারতের ১৮ শতাংশ মহিলা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমে ভোগেন

সোনামনি কুতি

পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম। বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম বড় সমস্যা। সমীক্ষা জানাচ্ছে ভারতের ১৮ শতাংশ মহিলা পলিসিস্টিক সিনড্রোমে ভোগেন। বিশেষ করে পূর্ব ভারতের মহিলারা বেশি এই সমস্যায় ভোগেন।

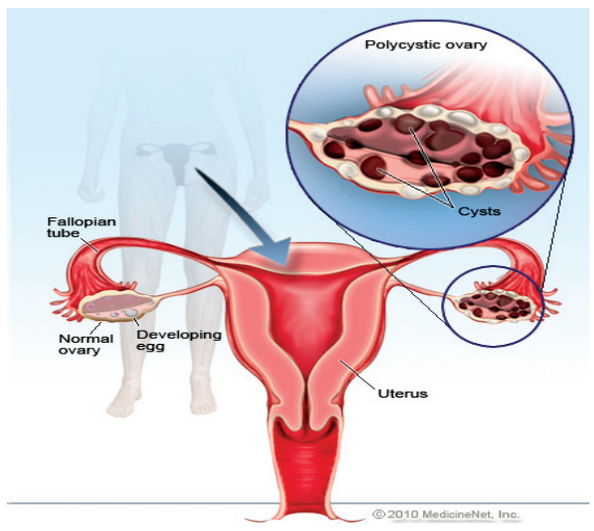

বহুজাতিক প্যাথলজি ল্যাবরেটরিজ মেট্রোপলিজ হেলথ কেয়ার জানাচ্ছে, সাধারণত অল্পবয়সী মহিলাদের মধ্যে এই সমস্যা দেখা যায়। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, বর্তমান সময়ে বন্ধ্যাত্বের প্রধান কারণ পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম। টানা ১৮ মাস ধরে ২৭,৪১১ জনের টেস্টোটেরনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তার মধ্যে ৪৮২৪(১৭.০৬%) জন মহিলার পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম সহ হরমোনাল সমস্যায় ভোগেন। মূলত ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে দেখা যায় এই সমস্যা।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে পূর্ব ভারতের ২৫.৮৮% মহিলা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমে ভোগেন, উত্তর ভারতের ১৮.৬২% মহিলার মধ্যে এই সমস্যা দেখা যায়। মেট্রোপলিস হেলথকেয়ারের মেডিকো মার্কেটিং জেনারেল ম্যানেজার ডা. সোনালি কোলটে জানান, প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে অনেক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। এখন মহিলাদের মধ্যে এই সমস্যার ব্যাপারে সচেতনতা দেখা দিয়েছে। যার ফলে অনেকেই চিকিৎসার জন্য আসছেন। সাধারণত কসমেটিক, গায়নকোলজিক্যাল ও মেটাবলিক লক্ষণ থেকে এই সমস্যা বোঝা যায়।

সোনালি জানান, মুখে লোমের আধিক্য, মাথার চামড়া পাতলা হয়ে যাওয়া ও অ্যাকনে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের লক্ষণ হতে পারে। অনিয়মিত ঋতুস্রাবও পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের লক্ষণ। অল্প বয়সে এই সমস্যা যেমন বন্ধ্যাত্ব, গর্ভপাতের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। বেশি বয়সে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের ফলে জয়ায়ুর ক্যানসার, হার্টের সমস্যা বা টাইপ টু ডায়বেটিসের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

টেস্টোটেরন, ব্লাড সুগার, ইনসুলিন, এফএসএইচ, এলএইচ, ১৭ওএইচপি ও ডিএইচইএএস পরীক্ষার মাধ্যমে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম সম্পর্কে নিশ্চিত হন চিকিৎসকরা।

মৃত মৌলের পরিবার

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

বাটুল নস্কর। বয়স বছর পঞ্চাশেক হবে। বাড়ি কাঁটামারি। দেউলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলতলি থানায়। জেলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। বাটুলবাবু একজন কাঁকড়া ব্যবসায়ী। কাঁটামারি বাজারে তাঁর কাঁকড়ার আড়ত আছে। একটাই আড়ত। কাঁটামারি বাজারে বাটুলবাবুর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। কাঁটামারি বাজারের পাশ দিয়ে মাতলার শাখা নদী চলে গিয়েছে। তাই, কাঁটামারি বাজারেই কাঁটামারি খেয়া ঘাট। এই ঘাটেই জিউনিদের কাঁকড়ার নৌকোগুলো এসে হাজির হয়। নৌকোর মালিককে জিউনি বলে। এসব অঞ্চলের অধিকাংশ মালিক নিজের নৌকোতেই কাঁকড়া ধরতে যান। এবং নিজেই মাঝির দায়িত্ব পালন করেন। সে কারণে, এখানে জিউনি বলতে মালিক এবং মাঝি দু'জনকেই বোঝায়। বাটুলবাবুর এরকম উনত্রিশটা জিউনি আছে। অর্থাৎ উনত্রিশজন জিউনি বাটুলবাবুর তত্ত্বাবধানে কাঁকড়া শিকার করেন। কাঁকড়া ধরার মরশুমে বাটুলবাবু জিউনিদের আর্থিক দায় দায়িত্ব বহন করেন। যেমন, বাটুলবাবু মরশুম শুরুর আগেই প্রত্যেক জিউনিকে দশ হাজার করে টাকা অগ্রিম (দাদন) দিয়ে রেখেছেন। আবার, নৌকোতে থাকাকালীন খাওয়া-দাওয়া বাবদ যখন যা টাকা-পয়সা লাগে তাও দেন। উপরন্তু জিউনিদের জঙ্গলে ঢোকার 'পাশ'(বি.এল.সি.) নিজের টাকা দিয়ে জোগাড় করে দিতে হয়। বাটুলবাবু ১৪১৮ সালে (ইং ২০১১-২০১২) তাঁর জিউনিদের জন্য পনেরোটা পাশ সংগ্রহ করেছিলেন। এক একটা 'পাশ' জোগাড় করতে ষোলো হাজার টাকা করে লেগেছিল। এখানে জোগাড় করা মানে এক মরশুমের জন্য পাশ (বি.এল.সি।) ভাড়ায় নেওয়া।

বাটুলবাবু বললেন,আজ থাক। আপনি খুব ক্লান্ত, এতোটা পথ জার্নি করে এসেছেন।

– ঠিক আছে, আমি বললাম।

– মিনিট পনেরোর মধ্যে বেরিয়ে পড়ব, বাটুলবাবু জানালেন।

– না না, আমার কোনও তাড়া নেই।

– অন্যদিন এতক্ষণে বন্ধ করে দিই। আজ হাটবার বলে একটু দেরি হল।

– আমারও ভালো লাগলো। হাটের মধ্যে এখানে ওখানে ঘুরলাম। জিনিস পত্রের

দরদাম করলাম। কয়েকজন মহিলা, চার-পাঁচজন হবে, হাটের এক কোণায় বসে কাঁকড়া বিক্রি করছিলেন। কাঁকড়ার সাইজগুলো খুবই ছোটো। এক দেড়শো গ্রামের বেশি নয়। বাটুলবাবুর সব কাজ শেষ। বললেন, চলুন। দু'জনে হাঁটা শুরু করলাম। মাতলার শাখা নদীর বাঁধ ধরে হাঁটছি। বাটুলবাবুর বাড়ি যাচ্ছি। আমি আজ বাটুলবাবুর অতিথি। হাঁটতে হাঁটতে বাটুলবাবু বললেন, কাঁটামারি বাজারের কাছেই বাড়ি, এক কাঁকড়াশিকারি মধু ভাঙতে গিয়ে বছর দুই আগে বাঘের আক্রমণে মারা যায়। তার নাম গৌর সরদার। বাবার নাম বাবুরাম সর্দার। বাবা আগে মারা যায়।

বাটুলবাবু জানালেন, যারা কাঁকড়া শিকারি সারা মরশুম কাঁকড়া ধরে। তারাই আবার মধুর মরশুমে মধু ভাঙতে যায়। কারণ, ওই সময় কাঁকড়া ধরা বন্ধ থাকে। তখন আমি বললাম, কাল সকালে আগেই আমি গৌর সরদারের বাড়ি যাব। তাঁর সংসার কেমন করে চলছে, সেটা জানার চেষ্টা করব। তারপর অন্য কাজ। আমাকে একটু বাড়িটা চিনিয়ে দেবেন। বাটুলবাবু সে প্রস্তাবে সায় দিলেন। কথায় কথায় বাটুলবাবুর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

মাটির বাড়ি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাটুলবাবু তাঁর বৃদ্ধ বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সুন্দরবনের ডায়েরি

বাটুলবাবু জানালেন, যারা কাঁকড়া শিকারি সারা মরশুম কাঁকড়া ধরে। তারাই আবার মধুর মরশুমে মধু ভাঙতে যায়। কারণ, ওই সময় কাঁকড়া ধরা বন্ধ থাকে। তখন আমি বললাম, কাল সকালে আগেই আমি গৌর সরদারের বাড়ি যাব। তাঁর সংসার কেমন করে চলছে, সেটা জানার চেষ্টা করব।

দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে গল্প করলাম নানা বিষয়ে। সুন্দরবনের মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের অনেক অজানা বিষয় জানার সুযোগ পেলাম। রাতের খাবার রেডি করে, বাটুলবাবুর স্ত্রী আমাদের খেতে ডাকলেন। রাতের খাওয়া শেষ করে, শোয়ার আগে, বাটুলবাবু ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করলাম। তারপর বাটুলবাবুর স্ত্রীর যত্ন ও আন্তরিক আপ্যায়নের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুমতে গেলাম। শুয়ে শুয়ে বাটুলবাবু তাঁর জিউনিদের ডাকাতের কবলে পড়ার কথা এবং তিনি কী কৌশলে সেই ডাকাতদের ধরেছিলেন ও লুঠ করা কাঁকড়া আদায় করেছিলেন, শোনালেন।

চিত্তাকর্ষক কাহিনি। আমার বই 'সুন্দরবনের কাঁকড়ামারা'-র মধ্যে এই কাহিনি সবিস্তারে উল্লেখ করেছি।

পরের দিন গৌর সরদারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম একজন বিধবা বৃদ্ধা মহিলা মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে আছেন। আর কাউকে দেখতে পেলাম না। খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি মৃত গৌর সরদারের মা। গৌর সরদার যখন মারা যান, তখন তাঁর বয়স ৪৫ বছর। ১৪১৬ সালে বোশেখ মাসের ৪ তারিখে (এপ্রিল ২০১০) ধুপুনি জঙ্গলে মধু ভাঙতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মারা যান। তাঁর দেহ বাঘের কবল থেকে উদ্ধার করা যায়নি। গৌর সরদারের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী (অনিমা, ৩৬) সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েন। দুই ছেলে, অরুণ (১৩) আর বরুণ (৮) এবং দুই মেয়ে , প্রিয়াংকা (১৯) ও অঞ্জলি (১৭)। বাবা বেঁচে থাকাকালীন প্রিয়াংকার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। গৌর সরদারের মা তাঁর সংসারে থাকতেন। দাদার মৃত্যুর পর ভাই মায়ের ভরন পোষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। অনিমা যখন দুই ছেলে এবং এক মেয়ে নিয়ে দিশেহারা, তখন কলকাতার এক সহৃদয় ভদ্রলোক, ছোটো মেয়ে অঞ্জলিকে নিজের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ দেন। মাসিক বেতন দু' হাজার টাকা। অনিমা নিজের গ্রামে এবং আশপাশের গ্রামে মজুরের কাজ করেন। ছেলে দু'টো বাড়ির কাছে একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ে। অনিমার বাইরে গেলে শাশুড়িই বাচ্চা দুটোকে দেখাশোনা করেন। যখন কাজ থাকেনা, তখন অনিমার খুব কষ্টে দিন কাটে, জানালেন তাঁর শাশুড়ি। তিনি আরও বললেন, ছোটো মেয়েটা পরের বাড়ি খেটে টাকা পাঠায়, তাই বাচ্চারা দুটো খেতে পাচ্ছে। সে তো সেয়ানা হয়েছে। এবার বিয়ে দিতে হবে। তখন এরা খাবে কী? বিয়ের খরচই বা জুটবে কোথা থেকে? বছরে কত দিনই বা কাজ পায়, রোয়া আর ধান কাটার সময় ছাড়া? অন্য সময় কাজ এমনিতেই কম, তার ওপর অধিকাংশ বাড়িতেই পুরুষদের দিয়ে জন খাটাতে চায়। এই বাচ্চদেরকেও খিদের জ্বালায়, বাপের মতো, ১৫-১৬ বছর বয়স থেকে জঙ্গলে ঢুকতে হবে। এই কথাগুলো বলে বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমার ছেলে-মেয়েরা 'দেশে' ফিরে গেলেই ভালো করত

দীপককুমার বড় পণ্ডা

যাওয়া আসার পথে পথে

সেদিন সন্ধের সময় দেখা হয়েছিল সুখেনের সঙ্গে, সুখেন প্রধান। দমদম সেন্ট্রাল জেল-এর সামনে রিক্সা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিলেন। একটা গাছের তলায়, খানিকটা অন্ধকার। ওখানেই রিক্সায় হেলান দিয়ে তাকাচ্ছিলেন এদিক ওদিক। বললাম,

– যাবেন?

– কোথায়? তিনি জানতে চাইলেন।

– গোলপার্ক।

– যাব।

– ভাড়া কত নেবেন?

– যেটা ভাড়া সেটাই দেবেন।

এদিকে এখন অনেক নতুন রিক্সাওয়ালা। তাঁরা এইভাবে বলেন অনেকসময়। নতুন জায়গার ভাড়া আরোহীর থেকেই জেনে নেন। অনেক প্যাসেঞ্জার এর সুযোগ নেন। নামার সময় দু' টাকা কম ধরিয়ে দেন। আবার অনেক রিক্সাওয়ালা গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে বেশি টাকা চান। যাকগে, এইসব ভাবতে ভাবতে উঠে পড়লাম রিক্সায়।

সুখেন রিক্সায় উঠলেন। ঢিলেঢালা গেঞ্জি গায়ে সুখেনের ফুলপ্যান্টটা গোটানো। কোমরে গামছা বাঁধা। রিক্সা ধীর গতিতে চলছে। বললাম,

– আপনার বাড়ি কোথায়?

– নেপালের কাঠমান্ডুতে।

– আপনি নেপালী?

– হ্যাঁ। সুখেন গর্বিত হয়ে পেছনে তাকালেন।

আমারও বেশ ভালো লাগল। আমরাতো জানি নেপালীরা বিশ্বস্ত, অনুগত এবং সরল-সাদাসিধে। আমার এক প্রাক্তন সহকর্মী ব্যোম বাহাদুর-এর কথা মনে পড়ছিল। অফিসের নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। সবাই বেশ ভরসা করত তাঁকে। এর বাইরেও তিনি ভালো কারু-শিল্পী ছিলেন। নানারকম শিল্প তৈরি করতেন। বাড়িতে যে-কোন অনুষ্ঠানে অফিসের সবার ডাক পড়ত তাঁর বাড়িতে। কোনো কোনো সময় নানারকম খাবার বানিয়ে নিয়ে আসতেন অফিসে। খরচের তোয়াক্কা করতেন না। এখনো রাস্তায় দেখা হলে, তাঁর নয়ন ভোলানো হাসিটা হাসেন তিনি। বেশ ভালো লাগে। ভাবি, সব নেপালী মনে হয় এইরকম।

সেই ব্যোমবাহাদুর-এর আলোতেই সুখেনকে দেখতে থাকি। রিক্সা চালাতে চালাতে সুখেন তাঁর 'দেশে'র গল্প বলছিলেন। 'দেশে আমার জমি আছে, তাও আমি কলকাতায় রিক্সাওয়ালা। এখন সেই জমি চাষ করে আমার খুড়তুতো ভাইরা।' এক বিমর্ষ রিক্সাওয়ালা চলেছেন ধীর গতিতে। সঙ্গে একটা নস্টালজিয়া। দেশের বাইরে থাকার দু:খ। মহেন্দ্র কলোনির সরু গলিটায় রিক্সাটা সাইড করে দাঁড়ালেন তিনি।

একটা ছোট গাড়ি হুশ করে বেরিয়ে গেল। সুখেন বললেন, 'এখানে আমার ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী সবাই থাকে। আমার স্ত্রী লোকের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে।' বছর পঞ্চাশের সুখেন কথা বলেন খুব ধীরে। সেই শব্দের তেজ এত কম, শুনলে মনে হবে, তিনি আপন মনে কথা বলছেন। তাই, মাঝে একবার বললাম, একটু জোরে বলুন। উনি হাসলেন। বললেন, 'এবার পুজোয় দেশে যাব, জমিগুলো ভাইদের বিক্রি করে দিয়ে আসব। আমার ছেলে-মেয়েরা আর কেউ দেশে যাবে না। ওরা বলছে এখানেই সারাজীবন থেকে যাব। ওখানে জমি ফেলে রেখে তবে কী করব?'

– এইভাবে ভাইরা কতদিন আপনার জমি চাষ করছে? জানতে চাই।

– তা প্রায় কুড়ি বছর।

– দেশে যাবেন নাতো, এতদিন তবে জমিগুলো বিক্রি করে দেননি কেন?

– জমিগুলো আছে বলেই, সেই টানেইতো দেশে যাই। প্রতিবারে ভাবি, এবার পাকাপাকি দেশে থেকে যাব। কিন্তু, কিছুদিন নেপালে থেকে আবার ফিরে আসি। জমি চাষ করে সারাবছরের খাবার হয় না। টাকার টান পড়লে আবার কলকাতা চলে আসতে হয়।

– ওখানে রিক্সা চালালে চলবে না?

– না, না, ওখানে কে চাপবে? দেখেন না, আমাদের দেশের লোকেরা কেমন পালে পালে এখানে চলে আসে। এখানেতো তবু কাজ পাওয়া যায়। বউটাও রোজগার করে। আমাদের দেশে কোনো কাজ নেই। জানেনতো, নেপালের কত মেয়ে এখানে বিক্রি হয়ে চলে আসে! আমাদের দেশে খুব অভাব।

রিক্সাভাড়া মিটিয়ে নেমে যাওয়ার পরও, সুখেন প্রধান দাঁড়িয়েছিলেন। বলছিলেন, 'কলকাতায় এত বড় বড় বাড়ি, আর আমাদের দেশের বাড়িগুলো ঝুপড়ি, টিনের চালা। দোতলা বাড়িও টিনের ছাওয়া। কিন্তু, কি সুন্দর দেখতে!'

'কলকাতায় এত বড় বড় বাড়ি, আর আমাদের দেশের বাড়িগুলো ঝুপড়ি, টিনের চালা। দোতলা বাড়িও টিনের ছাওয়া। কিন্তু, কি সুন্দর দেখতে!'

আমি দাঁড়িয়ে যাই সুখেনের বাকি কথা শুনতে। সুখেন খুব উৎসাহ পান। এখন তিনি বেশ 'নস্টালজিক' হয়ে গেছেন। একটা স্বদেশপ্রীতি তাঁকে পেয়ে বসেছে। 'জানেন, আমার ছেলে-মেয়েগুলো নেপালে নিজের দেশে ফিরে গেলেই ভাল করত।

আমি দাঁড়িয়ে যাই সুখেনের বাকি কথা শুনতে। সুখেন খুব উৎসাহ পান। এখন তিনি বেশ 'নস্টালজিক' হয়ে গেছেন। একটা স্বদেশপ্রীতি তাঁকে পেয়ে বসেছে। 'জানেন, আমার ছেলে-মেয়েগুলো নেপালে নিজের দেশে ফিরে গেলেই ভাল করত। ওটাতো আমাদের নিজেদের জায়গা। আমাদের লোকেরাই থাকে। কিন্তু ওরা কিছুতেই যাবে না। বলে, এখানেই থাকব।' সুখেন প্রধানের মনটা ভারাক্রান্ত হয়।

মাঙ্গলিকী

‘চোখের আলোয়’ উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ই আগস্ট ‘জীবনানন্দ সভাগৃহে’ অনুষ্ঠিত হল সুখ্যাত ‘চোখ’ সাহিত্য পত্রিকার ‘বঙ্গবন্ধু ও অন্নদাশঙ্কর স্মারক সংখ্যা, ১৪২২’–র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ–অনুষ্ঠান। মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন সাহিত্যিক আবুল বাশার, সমীর রক্ষিত, কবি ও বাচিক শিল্পী পঙ্কজ সাহা, কবি অপূর্ব দত্ত, বাংলাদেশের উপ–রাষ্ট্রপতি ‘জকি আহাদ’। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় ছিলেন স্বনামখ্যাত অভিনেতা, কবি ও বাচিক শিল্পী (সঙ্গীত শিল্পীও বটে) সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সহযোগিতায় ছিলেন ‘ঝোড়ো হাওয়া’ খ্যাত কবি অমল কর। সমগ্র অনুষ্ঠানের নির্দেশনায় ছিলেন ‘চোখ’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, কবি মাণিক দে।

সভার শুরুতে মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দিয়ে সভায় বরণ করে নেওয়া হল। উদ্বোধনী সঙ্গীত, ‘তুমি বন্ধু, তুমি নাথ’ পরিবেশ করলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। আসর হল রিদ্ধ; বিশেষ উল্লেখ্য, তাঁর এই নির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমেই সতীনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মা সারদা স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করলেন আর তারপরেই মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে বরণ করে নেওয়া হয় সভায়... আর এই সময়েই সভাগৃহে এসে পৌঁছলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সমৃদ্ধ চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ তাঁকেও মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে বরণ করে নেওয়া হয় তাঁর হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দিয়ে। এই পর্বেই তাঁর ভাষণে সতীনাথ স্মরণ করলেন অংশুমান রায়ের কণ্ঠে গীত সেই গানটি, ‘একটি মুজিবরের কণ্ঠ হতে’, যা পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে এপার বাংলা–ওপার বাংলার সঙ্গীত ভান্ডারের এক সেরা সম্পদ। আর অবশ্যই এই পর্বেই মঞ্চে রাখা বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রদূত জকি আহাদ, অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ পুষ্পার্ঘ্য দিলেন। এই সময় মঞ্চে বিশেষ অতিথি হিসাবে সাহিত্যিক রবিশঙ্কর বলকেও এনে বসানো হয়। পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

‘চোখ’ পত্রিকার সম্পাদক মাণিক দে তাঁর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। জানা গেল বহু সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই ‘চোখ’–এর পথচলা যে পথ চলায় রয়েছেন এপার বাংলা ওপার বাংলার বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে সুস্থ সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চাকে একই মাত্রায় ধরে রাখতে বাংলাভাষী কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীবৃন্দ।

আর এই কাজে দুই বাংলার সুধী জনের যে মরমী সহযোগিতা ‘চোখ’ পেয়ে আসছে। তাঁর জন্য তিনি ‘কৃতজ্ঞ’, এই শব্দটিতে সব বলা হয়না...

বাংলা দেশের উপরাষ্ট্রদূত তাঁর ভাষণে বঙ্গবন্ধুর গভীর স্মৃতিচারণ করলেন। বর্তমানে ভারত–বাংলাদেশের মধ্যে এক গভীর সৌহার্দ্যের বাতাস বইছে। একে ধরে রাখতে হবে দুই বাংলার বাঙালীকে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে। আরও বললেন, ৭১ এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আজকের ‘মাণিক দে বালক হিসাবে অংশ নিয়েছিলেন। ভাল লাগছে দেখে আজকের এই অনুষ্ঠানে এপার বাংলার কবি, সাহিত্যিকদের সাথে ওপার বাংলার কবি, সাহিত্যিকরা উপস্থিত রয়েছেন। কবি, বাচিক শিল্পী, দূরদর্শনখ্যাত পঙ্কজ সাহা বললেন, দারিদ্রতা সত্ত্বেও ‘চোখ’ তার মহৎ প্রচেষ্টা তথা এপার বাংলা ওপার বাংলার সাহিত্য–সংস্কৃতি জগতের সুধীজনদের নিয়ে বাংলা ভাষা চর্চার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন আর তাই তিনি চোখের সাথে প্রথম থেকেই আছেন। কবি অপূর্ব দত্ত বললেন গতকালই ছিল ভারতের ৬৯ তম স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭৫ সালে ওই দিনেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। ফলে ‘শেখ মুজিবর রহমান’ আর নেই কিন্তু ‘বঙ্গবন্ধু’ রয়ে গেছেন আজও, আগামী দিনেও থাকবেন... কবি অপূর্ব দত্তর ভাষণ প্রসঙ্গে বলা যায়, এদিন তাঁর দুর্দান্ত কবিতা, ‘ক্রিকেট, ক্রিকেট’–এর আবৃত্তি শোনালেন সঞ্চালক সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সারা সভাগৃহে যেন কৌতুকের হাওয়া রয়ে গেলো... গৌতম ঘোষ ‘চোখ’–এর প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বললেন দেশ ভাগ অতিক্রম করেই দুই বাংলার বাঙালীকে বাঙালী জাতি হিসাবে নিজেদেরকে অখন্ড থাকতে হবে। সাহিত্যিক আবুল বাশারের ভাষণের নির্যাস হল ধর্ম থাকুক এক জায়গায়, বাংলাভাষার চর্চা থাকবে সবার উপরে। তবে তিনি এপার বাংলার মুসলিম সমাজের সার্বিক দারিদ্রতা, শিক্ষার অভাবের কথাও বলেন যা সত্যিই দিনের আলোর মত প্রকট। এদিন আরও অনেক বিশিষ্টজন ‘চোখ’ এর কাজকে প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে এদিন গৌতম ঘোষের হাত দিয়ে চোখ প্রকাশনীর ‘হৃদয়ে রক্তক্ষরণ’ কাব্যগ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে। আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল ‘চোখ’–এর ‘বঙ্গবন্ধু ও অন্নদাশঙ্কর’ স্মারক সংখ্যা ১৪২২’–এর। এ বছর যাঁরা বিভিন্ন সম্মান পেলেন তাঁরা হলেন, বঙ্গবন্ধু স্মারক: সাহিত্যিক আবুল বাশার, মুক্তিযোদ্ধা : জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ, অন্নদাশঙ্কর স্মারক : কবি অপূর্ব দত্ত, সাহিত্যিক পলাশ মাহবুব। ‘চোখ’ সাহিত্য স্মারক : সাহিত্যিক রবিশংকর বল, কবি কাসেম দুজ্জামান সেলিম ও বিশেষ সংবর্ধনা ছড়াকার ভবানী প্রসাদ মজুমদার।

এদিন সুদীর্ঘ সাহিত্য–সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে বহু গুণীজন অংশ গ্রহণ করেন। তবে এঁদের মদ্যে সবাইকে চমকে দেয় মানভূমিয়া ভাষায় এক সুদীর্ঘ কবিতার অসাধারণ হৃদয় ছোঁয়া আবৃত্তি শুনিয়ে শিশু আবৃত্তিকার শ্রেষ্ঠা দে। ভাল লাগলো শুক্লা ভট্টাচার্যের রাগমিশ্রিত গান। ভাল লাগলো মুজিবরকে নিয়ে লেখা বিমল চন্দ্রের কবিতার আবৃত্তি ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাসের কণ্ঠে। তরুণী কবি পামেলা সরকারের স্বরচিত কবিতা ‘আগমনী’–র আবৃত্তি এককথায় ছিল অনবদ্য। শিশু সৌম্য চৌধুরীর ‘ছাতুখোর’ আবৃত্তিও ছিল দারুণ। ভাল লাগলো সায়ন্তনী পালের কণ্ঠে সেই চিরদিনের গান ‘পৃথিবী আমারে চায়’। অশোক রায়চৌধুরী গাইলেন ‘বনে নয়, মনে ...’–এর ৪ লাইন। শিশু মিষ্টি দের আবৃত্তিও ছিল মিষ্টি। নেলসন ম্যান্ডেলাকে নিয়ে ৩ লাইনের কবিতা শোনালেন বরুণ চক্রবর্তী। বাচিক শিল্পী রাজ্যশ্রী রায়ের আবৃত্তি ভাল লাগলো। আরও বহু কবিতা পাঠ, গান ছিল। দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান অতি দক্ষতার সঙ্গে সঞ্চালনা করেন কবি অমর কর। সকলের চাপাচাপিতে দুর্দান্ত, সংক্ষিপ্ততম কবিতাও শোনালেন। কুমার মোহান্তির ৪ লাইনের গানও ছিল দারুণ। বিশ্ব বন্দিত জাদুকর, ডঃ পি সি সরকার জুনিয়রের ৩ লাইনের মজাদার কবিতা শোনালেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাংবাদিক)। কবি ওয়াজেদ আলির স্মারক বক্তৃতা ছিল মননশীল। সমীর রক্ষিতও বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের ‘অভিভাবক’ ‘চোখ’ পত্রিকার সম্পাদক কবি মাণিক দে কে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন এত সুন্দর ‘সারস্বত সন্ধ্যা’ সকলকে উপহার দেবার জন্য।

পরবর্তী আসর : ১৬ই ডিসেম্বর, জীবনানন্দ সভাগৃহেই। সকলেই ওই দিনটির জন্য অপেক্ষায় রইলেন।

জীবনানন্দ সভাগৃহে যুগসাগ্নিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭ই আগস্ট জীবনানন্দ সভাগৃহে সমৃদ্ধ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা যুগ সাগ্নিকের শ্রাবণ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল শতাধিক কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীর উপস্থিতিতে। মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করলেন কবি রত্নেশ্বর হাজরা, কৃষ্ণা বসু, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ও পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি কবি বাবলু ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন যুগসাগ্নিকের সম্পাদক কবি প্রদীপ গুপ্ত।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন আজকের ‘চারণ’ সঙ্গীত শিল্পী নবকুমার (দাস)। অনুষ্ঠানকে উজ্জ্বল করলেন তাঁরই লেখা, তাঁরই সুর দেওয়া ‘ভাঙা ছাতা, ছেঁড়া লেপ, ছেঁড়া কাঁথা’ গানটি শুনিয়ে – উদ্বোধনী সঙ্গীত সাধারণতঃ ‘আনুষ্ঠানিক করতালি পায়’ – নবকুমার উপস্থিত সলের হৃদয়ের ভালবাসা সমৃদ্ধ ‘করতালি পেলেন’...

স্বাগতঃ ভাষণে সঞ্চালক প্রদীপ গুপ্ত বললেন, আগামী কাল ২২শে শ্রাবণ। ২২শে শ্রাবণকে আমরা মনে রাখবো না। আমাদের সকল কাজে থাকবে উজ্জ্বল ২৫শে বৈশাখ। আমাদের ছেলেমেয়েদের ২৫শে বৈশাখের কথাই আমরা বারবার বলব। এই সাথে সকলের কাছে আবেদন রাখলেন এই মুহূর্তে আমরা যেন সবাই বন্যায় দুর্গত মানুষজনের পাশে দাঁড়াই।

অতঃপর মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট জনদের হাত দিয়ে যুগ সাগ্নিকের’ শ্রাবণ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। সকলের করতালিতে সভাঘরে সাহিত্য–সংস্কৃতি চর্চার বিশেষ দ্যুতি ছড়াল...

পত্রিকা গোষ্ঠির সভাপতি কবি বাবলু ভট্টাচার্য শ্রাবণ সন্ধ্যায় স্মরণ করলেন ছেলেবেলায় বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দের কথা। বললেন, রাজনৈতিক ভাবে বিভক্ত ভারত ও বাংলাদেশকে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই চিরকাল একই বন্ধনে রাখতে হবে (বোধহয় দূরদ্রষ্টা ঋষি অরবিন্দ এই বন্ধনের কথাই আগাম বলেছিলেন)। ধন্যবাদ জানালেন এবারের পত্রিকার যিনি প্রচ্ছদ এঁকেছেন সেই শিল্পী মুক্তিরাম মাইতিকে। ধন্যবাদ জানালেন যিনি গ্রাফিক্সের কাজ করেছেন সেই গ্রাফিক্স শিল্পী শুভাশীষ সরকারকে। এই পর্যায়েই মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথি বৃন্দের হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দিয়ে সম্মান জানানো হল।

কবি কৃষ্ণা বসু তাঁর ভাষণে বললেন, আমরা সবাই সারস্বত, সরস্বতীর পূজাতেই রয়েছি নিত্যদিন। আরও বললেন, সাহিত্যের মৃত্য নেই – বেদের যুগ থেকে আজও বহমান রয়েছে সাহিত্য চর্চা। সম্প্রতি তিনি ঢাকায় কবিতা পাঠের আসরে গিয়েছিলেন; সেই আসরে ১০ হাজার মানুষ এসেছিলেন – বোঝা যায় এপার বাংলায় সাহিত্য চর্চার থেকে ওপার বাংলার সাহিত্য চর্চা অনেক এগিয়ে আছে। পরে কবি পড়লেন তাঁর অনবদ্য কবিতা ‘পর্ণমোচি’ (১৮ বছর বয়সে লিখেছিলেন)। আরও অভিনন্দন জানালেন যুগ সাগ্নিক পত্রিকা গোষ্ঠিকে, যাঁরা সম্প্রতি ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত নেপালের মানুষজনের কাছে অতি প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা বললেন, সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, যুগ সাগ্নিক ছোট পত্রিকার জগৎ থেকে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। তবে কবিতা বাছাইয়ের কাজ আরও একটু ভাল ভাবে করতে হবে। আরও বললেন, পত্রিকাকে ভালবেসেই তিনি একথা বললেন; সকলকে জানালেন তিনি যুগসাগ্নিকের সাথে প্রথম থেকেই যুক্ত আছেন। এদিন আসরে কিছুটা পরে আসেন কবি ব্রত চক্রবর্তী। ও অমল কর। তাঁদেরকেও মঞ্চে এনে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে সম্মান জানানে হয়। এদিন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সুন্দর ভাষণ দেন দেবনাথ পোড়ে; রবীন্দ্রনাথকে নানান ভাবে জানার কি কোনও শেষ আছে?

এদিন বহু কবি, লেখক পাঠে অংশ গ্রহণ করেন। সঙ্গীত শিল্পীরাও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় ক্লাশ সিক্সের ছাত্র, জাদু জগতে নবাগত ক্ষুদে জাদুকর ব্রতর সাবলীল জাদু প্রদর্শনীর কথা – সুচারু কথার সাথে কৌতুক আর বিস্ময় সমৃদ্ধ ব্রতর জাদু সকলের ভালবাসা মাখা উষ্ণ করতালিতে বারবার ‘সংবর্ধিত’ হয়। বিশেষ উল্লেখ্য, এদিন ক্ষুদে জাদুকর তার জীবনে প্রথম জাদু প্রদর্শনী দিল।

রাত্রি ৯টা পার করে যুগ সাগ্নিকের অনুষ্ঠান এগোতে চাইলেও সভাগৃহের নিয়ম মেনে ঠিক রাত্রি ৯টাতেই অনুষ্ঠান শেষ করতে হয়। তবে সবাই প্রতীক্ষায় রইলেন ১০ই অক্টোবরের – ওই দিন বাংলা আকাদেমি প্রেক্ষাগৃহে যুগ সাগ্নিকের শারদ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটবে আমরা অবশ্যই প্রতীক্ষায় রইলাম।

তরুণ দলের এগারো বর্ষের দুর্গা আরাধনা–র শুভ–সূচনা

দক্ষিণ কলকাতার পশ্চিম পুটিয়ারী–তে তরুণ দল ক্লাবের দুর্গাপুজোর সূচনা হয়েছিল ২০০৫ সালে। এই এলাকায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে শ্যামা পুজোর জন্য তরুণ দলের এক আলাদা পরিচিতি ছিল, সেই তুলনায় দুর্গা পুজো–র সূচনা অনেক সাম্প্রতিক। আশপাশের এলাকায় আরও অনেক দুর্গাপুজোর ভিড়ে আরও একটি নতুন পুজোর সংযোজনের সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি অভিনবত্ব রয়েছে। তরুণ দলের এই শারদোৎসবে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কোনওরকম চাঁদা তোলা হয় না। কেবলমাত্র সদস্যদের ব্যক্তিগত অনুদানে বিগত দশ বছর ধরে এই পুজো চলছে। নেই থিমের হামবড়াই, নেই সেরা–র লড়াই, খোলা মণ্ডপে পুজোর ক’দিন দেদার আড্ডার আয়োজন। থাকে লিটল ম্যাগাজিনের শারদ সম্ভার নিয়ে আলাদা স্টল। একেবারে শুরুর বছর থেকে প্রতি বছর পুজোর সূচনা পর্বে মণ্ডপ সংলগ্ন মঞ্চে শারদ সাহিত্য সভার আয়োজন হয়। সেখানে থাকে কবিতা পাঠ, শ্রুতি নাটক, গান, নাচ, যাদু–প্রদর্শনী ও আরও হরেক বিনোদন। এবছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। আগামী মহা পঞ্চমী–তে (১৮ই অক্টোবর ২০১৫ রবিবার) বিকাল ৪ টায় শারদ সাহিত্য সভা বসছে। তরুণ দলের নিজস্ব ত্রৈমাসিক পত্রিকা তারুণ্য–র শারদ সংখ্যার প্রকাশ হবে ওই মঞ্চে।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টায় যথাবিহিত আচার মেনে তরুণ দলের খুঁটি পুজো হয়ে গেল। হাজির ছিলেন পুজো কমিটির সভাপতি শ্রী অজয় ভট্টাচার্য, কার্যকরী সভাপতি শ্রী ধীমান চক্রবর্তী, তরুণ দলের সভাপতি পার্থ দাস ও সম্পাদক তাপস দত্ত। হাজির ছিলেন এক ঝাঁক নবীন–প্রবীণ উৎসাহী ক্লাব সদস্য। বর্ষা বিদায় নিয়েছে, সেই সুযোগটুকু কাজে লাগিয়ে চিরাচরিত দুর্গামণ্ডপ নির্মাণের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে।

কৃষ্ণচূড়া পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠান

আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর রাণীকুঠিতে অবস্থিত গান্ধি কলোনি বয়েজ স্কুলের হল ঘরে আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটবে নতুন ষান্মাষিক ‘সাহিত্য’ পত্রিকার ‘কৃষ্ণচূড়া’–র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পত্রিকা গোষ্ঠির সভাপতি, বিশিষ্ট লেখক ও শিক্ষক প্রবীর জানা। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় থাকবেন পত্রিকার সম্পাদক কবি সঙ্গীতশিল্পী সুজিত দেবনাথ। অনুষ্ঠান আমন্ত্রণমূলক পত্রিকার লেখক লেখিকারা অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। সকাল ১০টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠান চলবে। উপস্থিত থাকবেন আরও অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

জীবন দর্শন

ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানা

আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন – সকল জীবের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কোথায়। সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।

আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন – এই চারটি ক্রিয়া বা কার্যকলাপ সকল জীবের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এক কোষী প্রাণী যেমন অ্যামিবা, মনোসিনটিস থেকে বহুকোষী প্রাণী যেমন মানুষ, হাতি, তিমি – সকল শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে আহার অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণ করবে ও খাদ্যের অন্বেষণে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাবে। পেটে আহার পড়লে বা ক্ষুধার নিবৃত্তি হলে জীবের নিদ্রার ঘোর আসে ও সকল জীব নিদ্রাচ্ছন্ন হয়। এরপর ভয়। সকল জীবের ভয় ভীতিতে জীবন কাটাতে হয়। ভয়ে উৎপত্তির তিনটি কারণ আছে।

১. অধ্যাত্মিক – মানসিক দুঃখ, মন থেকে নানান ধরনের দুঃখের উৎপত্তি, সেগুলি অধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। কিছু না পাওয়ার দুঃখ ও কিছু হারাবার দুঃখ। সবই আধ্যাত্মিক।

২. আদিদৈবিক – দেবতাদের দ্বারা জাত দুঃখ যেমন, ভূমিকম্প, বন্যা, নিম্নচাপের ফলে সাইক্লোন প্রভৃতি থেকে যে ভয়ের ও দুঃখের উৎপত্তি হয় সেগুলিকে আদি দৈবিক ভয় বলে।

৩. আদিভৌতিক - মানুষ, অন্যান্য হিংস্র জীবকে ভয় পায় সাপের ভয়, দস্যুর ভয়, বাঘের ভয়, হিংস্র জন্তুর ভয় ইত্যাদি থেকে যে সকল ভয়ের উৎপত্তি সেগুলি আদিভৌতিক দুঃখ বলা হয়।

সকল জীব এই তিন ধরনের ভয় সারা জীবন বহন করে। যত দিন জন্ম মৃত্যুর চক্রে আমাদের ঘুরতে হয় ততদিন ওই ভয় থাকবে। শেষ কার্যটি হল মৈথুন বা বংশ বিস্তার। সকল জীবের সহজাত প্রবৃত্তি মৈথুনের মাধ্যমে তার বংশ বিস্তার করা। এই চারটি ধর্ম বা কার্যকলাপ অর্থাৎ আহার নিদ্রা ভয় ও মৈথুন সকল জীবের মধ্যে দৃষ্ট হয়। তাহলে পশুর বা অন্যান্য জীবের সাথে মানুষের পার্থক্য কোথায়? বিভিন্ন মানুষকে এই প্রশ্ন করলে নিজেদের শিক্ষার গন্ডির মধ্যে নানান জনে নানান উত্তর দেয়। যেগুলি একটা মনগড়া উত্তর। বেশির ভাগ মানুষের উত্তর মানুষ অনেক বুদ্ধিমান কিন্তু এটা যে সঠিক নয় সেটা বিজ্ঞানীরা বলেন। শিম্পাঞ্জীর বুদ্ধি নাকি মানুষের থেকে বেশি, একটি কুকুরের বুদ্ধি (ঘ্রাণ শক্তির মাধ্যমে) আমাদের থেকে বেশি। খুনীকে খুঁজতে সারা বিশ্বে কুকুরকে কাজে লাগান হয়। এভাবে আমরা দেখবো প্রত্যেকটি প্রাণী কোনও না কোনও ভাবে আমাদের থেকেও বুদ্ধিমান। দেখুন পিঁপড়েরা আমাদের থেকে দলবদ্ধভাবে থাকতে পারে তারা আমাদের মতো ঝগড়া করে না। পিপেড়ের মধ্যে যে একতাবোধ তা মানুষের মধ্যে নেই। তাহলে অন্য জীবের সাথে মানুষের কি পার্থক্য? পার্থক্য হলো ধর্মেনহীনা পশুভি সমানা।

একটি কুকুর বা বিড়াল বা যে কোনও জন্তুকে লাঠি দিয়ে মারুন সে ভয়ে পালিয়ে যাবে। সে প্রশ্ন করতে পারে না কেন আমাকে শাস্তি দিচ্ছ। পশুরা প্রশ্ন করতে পারে না। কিন্তু মানুষ পারে। মানুষ যখন কষ্ট পায়, জেলে থাকে, তখন সে প্রশ্ন করে কেন আমি কষ্ট পাচ্ছি? কেন আমি জেলে বন্দি থাকছি? মানুষ প্রশ্ন করতে পারে আমি জীব জন্তু না হয়ে কেন মানুষ হলাম। আর যদি মানুষ হলাম তাহলে আমার প্রকৃত কর্ম ও ধর্ম, ও কর্তব্য কি? আমার প্রকৃত স্বরূপ কি?

সনাতন গোস্বামী পরম পণ্ডিত ও জ্ঞানী ছিলেন, তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে প্রশ্ন করেছিলেন, জীবের প্রকৃত স্বরূপ কি ও তার প্রকৃত কর্তব্য কি?

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সনাতন গোস্বামীকে বলেছিলেন। ‘‘জীবের স্বরূপ সে নিত্য দাস’’ জীব সতত কারও না কারুর দাসত্ব করছেই। সংসারে অপিসে আদালতে যেখানেই যান– মানুষ কারও না কারোর সেবা বা দাসত্ব করছেই। কিন্তু মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সে কৃষ্ণদাস অর্থাৎ কৃষ্ণের দাস। এটা হল ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব। ভগবানের দাসত্ব করা, ভগবানের সেবা করা হল আমাদের প্রকৃত ধর্ম ও কর্তব্য। অন্য কারও দাসত্ব নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব বা সেবা করা আমাদের প্রকৃত ধর্ম – ও প্রকৃত স্বরূপ।

আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা আমাদের প্রকৃত ধর্ম কেন?

তার প্রথম উত্তর হল আপনি বড় হলে উপার্জন করলে আপনার প্রথম কর্তব্য আপনার পিতা মাতার সেবা করা। কারণ তাঁরা আমাদেরকে যত্নসহকারে প্রতিপালন করেছেন। তাই আমাদের সবাইয়ের পিতা মাতার সেবা করা কর্তব্য। কিন্তু আমরা যদি আরও একটু গভীর ভাবে চিন্তা করি, তবে দেখবো আমাদের শরীরে যে প্রাণের স্পন্দন, আত্মা – যাকে ছাড়া সমস্ত জীব–জড় বস্তুতে পরিণত হয়। সেই আত্মা ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন আমি সকল জীবের হৃদয় মধ্যে প্রাণ স্বরূপ আত্মারূপে অবস্থান করি। তিনিই আমাদের প্রকৃত পিতা। ভগবান গীতায় বলছেন

‘‘অহং বীজপ্রদ পিতা’’
‘‘জীবনং সর্বভূতেষু’’
‘‘বীজং মাং সর্বভূতানাম্’’
‘‘পিতাহহম অস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহ’’

আমি সমস্ত জীবের পিতা, আমি সমস্ত জীবের মাতা। সমস্ত জীবের জীবন। আমি সকল জীবের প্রাণ স্বরূপ। আমাকে ছাড়া জীব জগৎ নিষ্প্রাণ, জড় জগতে পরিণত হয়। তাই আমাদের সকলকে ভগবানের সেবা করা উচিত।

ধর্মেনহীনাঃ পুশুভিঃ সমানা

ধর্মের কথা কোনও মহাপুরুষের প্রবচন নয়। কোনও মহাত্মার প্রবচন নয়। ধর্মের কথা সাক্ষাৎ ভগবানের প্রবচন। যুগে যুগে মহাপুরুষ আসবে মহাত্মা আসবে, তারা তাদের মতো ধর্মের ব্যাখ্যা করবে, সেগুলি ধর্ম নয় সেগুলি এক একটি মতবাদ। আর ওই সকল মতবাদ সমাজকে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তাই ধর্মের কথা সাক্ষাৎ ভগবানের কথা। গীতার কথা। মনুসংহিতার কথা, ব্রহ্মসংহিতার কথা। কেন প্রশ্ন করতে পারেন। তার যথাযথ উত্তর হল এই যে,

এই জগৎ সংসারে যা কিছু সৃষ্টি হয় তার পিছনে একজন স্রষ্টা থাকে। আর স্রষ্টা তার সৃষ্টি বিষয় সম্পর্কে একটা ম্যানুয়েল বই তৈরি করে। যেমন যখন কম্পিউটার আবিষ্কার হয় তখন কম্পিউটার অপারেটিং ম্যানুয়েল তৈরি হয়। তার বাইরে কাজ করতে পারবেন না। না জেনে কম্পিউটার অপারেশন করতে পারবেন না। তেমনই টিভি, মোবাইল যা যা কিছু আবিষ্কার হয় তার একটা অপারেটিং ম্যানুয়াল তৈরি হয়। ঠিক তেমনি সৃষ্টি পিছনে ভগবান মানুষ বা জীবজন্তু সৃষ্টি করলেন তখন মানুষের জীবন কিভাবে সুস্থ থাকবে, সমাজ কিভাবে সুখী হবে ভগবান তার একটি ম্যানুয়েল বই তৈরি করে দিয়েছেন। সে ম্যানুয়েল বই হল বেদ, গীতা, মনুসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থ। এই গুলি কোনও মানুষের লেখা প্রবচন নয়। এটি স্বয়ং সৃষ্টি কর্তার লেখা বই। যেমন কম্পিউটার ম্যানুয়েল কম্পিউটার আবিষ্কারকের লেখা ম্যানুয়েল অন্য কারও লেখা নয়। তেমনই যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেই স্রষ্টার লেখা বই হল ধর্ম, সেটি হল ধর্মের সংবিধান ধর্মের কথা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার কথা। অন্য কারও কথা ধর্ম নয়। অন্যের কথা একটা মতবাদ মাত্র তাই বলা হয় ধর্ম সাক্ষাৎ ভগবান প্রণীতম। ধর্মেনহীনাঃ পুশুভিঃ সমানা।

ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান দিয়ে যখন আমরা বুঝতে পারবো আমরা ভগবানের নিত্য দাস। আমাদের তার সেবা করা উচিত তাঁর শরণাপন্ন হওয়া উচিত। তখন আমরা জ্ঞানী বলে পরিচয় দিতে পারব। যখন আমরা বুঝতে পারব, আমরা ভগবানের নিত্য দাস ও তার সেবা ও শরণ নেওয়া উচিত। তখন আমরা জ্ঞানী বলে পরিচয় দিতে পারব। যে জ্ঞান ভগবানের প্রতি ভক্তি আনে না, ভগবানের প্রতি প্রীতি আনে না, সেই জ্ঞান দুর্যোধনের মত নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। দুর্যোধন যথেষ্ট বীর ছিলেন, নেপোলিয়ন, হিটলার, স্তালিন সবই বড় যোদ্ধা ও বীর কিন্তু সবাই নিজেকে ধ্বংসের বীভৎস রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন কারন তারা কেউই ভগবানের স্মরণাপন্ন ছিলেন না।

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপর সংযতেন্দ্রিয়।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেনাধিগচ্ছতি।।

ইন্দ্রিয় গুলি সংযত করে, শ্রদ্ধাবান হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে চিন্ময় জ্ঞান লাভ করতে হবে। আর এই দিব্য জ্ঞান লাভ করে পরম শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় অন্য কোনওভাবে নয়। ভগবান এর পরে শ্লোকে বলছেন

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধাধানশ্চ সংশয়ত্মা বিনস্যতি ।
নায়ং লোকেহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মন।।

অজ্ঞ, ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যতি কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না। তাদের যতই অর্থ সম্পদ থাকুন না কেন তারা ইহলোক ও পরলোকে কোথাও সুখ পায় না। অন্যান্য প্রাণীরা ভগবৎ প্রশ্ন করতে পারে না। মানুষ পারে। আপনি ভগবান সম্বন্ধে প্রশ্ন না করলে অন্য জীবের সাথে আপনার পার্থক্য থাকে না।

তাই ধর্মেনহীনাঃ পশুভিঃ সমানা।

ধর্ম হল সৃষ্টির আদি মানব জীবনের সংবিধান। সংবিধান না মেনে কাজ করলে আপনাকে কারাগারে যেতে হয়। তেমনি ভগবানের সংবিধান না মানলে আপনাকে প্রতিনিয়ত দুঃখ কষ্ট পেতে হবে। এই সংবিধান কিন্তু কোনও মহাপুরুষের লেখা প্রবচন নয়। ভগবানের লেখা প্রবচন যেমন ভগবান গীতায় বলেছেন আমাকে সেবা করার জন্য ফল, জল গাছের পাতা ও দুগ্ধ জাত বস্তু দিয়ে ভক্তিভাবে পূজা করলে আম তাহা যত্ন সহকারে গ্রহণ করি। যদি বলে আমার আত্মা যা চায় তাই দিয়ে পূজা করবো ও তাই ভক্ষণ করবো সেটা ভগবানের সংবিধান লঙ্ঘন করা হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতা একজায়গায় বলছেন যিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমমনভাবাপন্ন। সমস্ত জীবকে নিজের শরীরভাবে, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী আপনি এক শ্রেণীর প্রাণী ভালবেসে পশুপ্রেমী হবেন আর এক শ্রেণীর প্রাণীকে হত্যা করে তার মাংস খাবেন এটা ধর্ম নয় এটা ভগবানের কথা নয়। ধর্মকে ঠিকঠিক ভাবে জানুন ও সুখী জীবন যাপন করুন।

জাতীয় লিগ জয়ের ঢেকুর উধাও

বাগানের মৃত্যুঘন্টা বাজালো কোরিয়ান মিসাইল ডং

কমল নস্কর

ঘন্টা বাজানো আমরা অনেক রকম দেখেছি। স্কুল বা ক্লাস ছুটির ঘন্টা যেমন ছাত্রছাত্রীদের খুব প্রিয়। আবার রাজনৈতিক ময়দানেও ঘন্টার ওপর ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে এই বঙ্গদেশের। রাজ্যের বর্তমান কর্ণধার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালীন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিশাল সভা করে শাসক দল বামফ্রন্টের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়েছিল। কিন্তু খেলার মাঠে আবার ঘন্টা কিসের? এখানে তো রেফারির পিপিপ বাঁশি বা হুইসলই যথেষ্ট। তা এহেন খেলার মাঠেও ঘন্টা বা ঘন্টাধ্বনির আবির্ভাব ঘটেছে। সৌজন্যে গড়ের মাঠের অন্যতম সেরা দল ইস্টবেঙ্গল। আর বৌদ্ধ কায়দায় এই অভূতপূর্ব ঘন্টাধ্বনি কলকাতা মাঠে বয়ে নিয়ে এসেছেন ইস্টবঙ্গল জনতার হার্টথ্রব দক্ষিণ কোরিয়ান তারকা স্কোরার ডো ডং হিউন। যার জেরে গত রবিবাসরীয় বিকেলটি একেবারে পানসে হয়ে গিয়েছে মোহনবাগানীদের জন্য। পচাত্তরের শিল্ড ফাইনালে ০–৫ হারের শিহরণকে আরও একবার বইয়ে দিয়ে গিয়েছে সবুজ মেরুন শিরা–ধমনিতে। কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের কাছে ০–৪ হেরে জাতীয় লিগ জয়ের যাবতীয় আনন্দ–উচ্ছ্বাস একদম ফিকে হয়ে গিয়েছে। কলকাতা মাঠে এই যে ডং ডং ঘন্টা শোনা যাচ্ছে তার আবহ কদিন আগে থেকেই ফেসবুক প্রোফাইলে তুলে ধরছিলেন পাড় ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। অনেকটা মমতার ঢংয়েই বামেদের মৃত্যুঘন্টা বাজানোর পরিবর্তে ইস্টবেঙ্গলি ডং মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিল মোহনবাগানের।

কোরিয়ান মিসাইল যে কামাল করতে পারে এ ব্যাপারে সপ্তাহ দুয়েক আগে এই খেলার পাতায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল মোহনবাগানের জাপানি বোমারু কাতসুমিকেও। অথচ মোহন কোচ সঞ্জয় সেনের প্রথম দলে স্থানই হয়নি দলের এই প্রাণভোমরার। ফলে ইস্টবেঙ্গল যখন দু–দুটি সেট পিস থেকে ডংয়ের মাধ্যমে ২–০ এগিয়ে যাচ্ছে তখন সেভাবে বল পাচ্ছেই না সবুজ মেরুনের নাইজেরিয়ান গোলগেটার ডুডু। সেকেন্ড হাফে বাগান কোচ নিজের ভুল বুঝতে পেরে নামিয়ে দেন কাতসুমিকে। কিন্তু ডুডু–সুমি জুটি দানা বাঁধার আগেই শেষ। খানিকটা প্রথম বড় ম্যাচ খেলানো রেফারির অতুৎসাহ এবং ডুডুর অসতর্কতার মাসুল দিতে হল মোহনবাগানকে। বস্তুত ডুডু লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়ার পর মোহনবাগানের যাওয়া বা আশা ছিল সব শেষ। তারপর কার্যত পেখমহীন ময়ূরের মতো দৌড়ঝাপ করতে দেখা গেল কাতসুমিকে। তাতে অবশ্য মোটেই ভালো কিছু ঘটল না। প্রথমার্ধের ২–০ ব্যবধানকে ইস্টবেঙ্গল আরো দ্বিগুণ করে যুবভারতী ছাড়ল। বাগান ব্রিগেডের অবস্থা সেসময় এতটাই করুণ হয়ে উঠেছিল যে পচাত্তরের ০–৫ হারের রেকর্ডকে অতিক্রম করে ০–৭ বা ০–৮ হলেও বলার কিছু থাকত না। ইস্টবেঙ্গল–মোহনবাগান ডার্বি এতটা একপেশে শেষ কবে হয়েছে তা কিছুতেই মনে পড়ছে না। অতি বড় ইস্টবেঙ্গল সমর্থকও বোধহয় ভাবতে পারেননি সত্তরের দশকের ছবার লিগ জয়ের রেকর্ড স্পর্শের সময়ে এতটা ম্যাড়মেড়ে মোহনবাগান তাদের সামনে আসবে।আসলে ডার্বি মানে সমানে সমানে টক্কর। তাতে ২–৩ বা ১–২ এইসব স্কোরশিটগুলি খুব মানানসই। এই ০–৫ বা ০–৪ ব্যাপারস্যাপারগুলি দারুণ ডামাডোলের। বিশেষ করে এই যেসব মোহনবাগান সমর্থক এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও গলার শিরা ফুলিয়ে বলে আসছিলেন জাতীয় লিগে জেতার পর কলকাতা লিগ এল কি গেল তা তাদের কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারাও কি মনেপ্রাণে এতটা খারাপ আশা করেছিলেন। সে যতই সোনি নর্ডি তাদের দলে না থাকুন কেন?আসলে ডার্বি ম্যাচের সেই স্পিরিট উধাও হয়ে গিয়েছিল বাগান শিবির থেকে। সবুজ মেরুন জার্সি যে এতটা গরিমা হারাতে পারে তা এই ম্যাচ না দেখলে বিশ্বাসই হবে না মোহনবাগানীদের। সে ক্যালিফোর্নিয়া বা কলেজ স্ট্রিট যেখানকার মোহন সমর্থকই হোন না কেন। মোহনবাগানের এই হোয়াইট ওয়াশ হওয়ার পিছনে কোচ সঞ্জয় সেনের ভুল ম্যাচ রিডিং কাঠগড়ায় দাঁড়াচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকের অভিমতেই এই ছবিটা ধরা পড়ছে। প্রথম দলে কাতসুমিকে না খেলিয়ে হাইতির স্টপারকে খেলানো একরকম বুমেরাং হয়ে উঠেছিল মোহন কোচের জন্য। কারণ ব্রাজিলিয়ান গুস্তাভো বা হাইতির স্টপার কেউই কাজে লাগলো না দলের। এতটা পড়তিমানের বা অফ ফর্মের বিদেশি খেলানোর থেকে অনায়াসে ঘরের ছেলেদের ওপর ভরসা করতে পারতেন চেতলার সঞ্জয়। তাতে প্রথম একাদশে সুমি–ডুডু জুটি কোরিয়ান ডং–এর পাল্টা ধ্বনি তুলে আনতে পারতো ইস্টবেঙ্গল বক্সে। গোড়াতেই গলদ থেকে গিয়েছিল বাগানের দল গঠনে। একইভাবে দু দুটি গোল ফ্রিকিক থেকে যেভাবে খেলেন অভিজ্ঞ গোলকিপার শিলটন পাল তাতে মনে হচ্ছিল ম্যাচ প্র্যাকটিসে সেভাবে নেই তিনি। যদিও গোল দুটির জন্য ডং–এর অবদান অনস্বীকার্য তাও মোহন গোলকিপারের এই ব্যর্থতাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না আপামর সবুজ মেরুন জনতা।

সব থেকে গুরুত্ব পূর্ণ যে অংশটি এই ম্যাচের খারাপ পারফরমেন্সের পোস্টমর্টেম হিসাবে উঠে এসেছে মোহনবাগানের জন্য তা উত্থাপিত হয়েছে ইস্টবেঙ্গল কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের করা মন্তব্য থেকে। তিনি প্রতিপক্ষ কোচ সম্পর্কে সখেদে বলেছেন, 'বিপক্ষ প্লেয়ারদের ছোট করে ভুল করেছেন সঞ্জয়'। এই কথাটি কার্যত এই ম্যাচের হারের ইউএসপি হয়ে দাঁড়াচ্ছে মোহনবাগানের জন্য। ১৯৯৭–এর বড় ম্যাচের আগে প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল তারকা বাইচুং ভুটিয়া এবং স্যামি ওমেলোকে (বর্তমানে ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টিং কোচ) যেভাবে তৎকালীন মোহনবাগান কোচ অমল দত্ত ব্যঙ্গ করেছিলেন চুমচুম–ওমলেট বলে তেমনই এবারেও লাল হলুদের কোরিয়ান তারকা ডংকে খানিকটা খাটো করে দেখেছিলেন বাগান কোচ সঞ্জয় সেন। কার্যত সেই ডংই মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিল মোহনবাগানের।

ছোটদের ফুটবলে শৈলেন্দ্র ট্রফি জিতল চন্দননগর গড়বাটি

মলয় সুর

একটা সময় কলকাতা ময়দানে ফুটবলের সাপ্লাই লাইন বলতে পরিচিত ছিল হাওড়া–হুগলি ও দুই চব্বিশ পরগনা। গত শতকের সাত–আট দশকের সেই উন্মাদনা আজ হয়তো স্তিমিত। কিন্তু এখনও কলকাতা শহরের গন্ডি ছাড়িয়ে একটু শহরতলি বা মফস্বল অঞ্চলে পৌঁছালে দেখা যায় ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা আজও রয়েছে। যেমন গত রবিবার কলকাতা ঘরোয়া লিগের মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গলের হাইভোল্টেজের ডার্বি ম্যাচের দিন হুগলির রায়বাজার অন্তর্গত পালপুকুর উন্নয়ন সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে ৩৩তম বর্ষে ১৬টি দলের আমন্ত্রণমূলক স্বর্গীয় শৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি ট্রফি ও অরূপ রায় স্মৃতি রানার্স (৯৫ পয়েন্ট) অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় পালপুকুর মাঠে প্রায় দুই মাস ধরে চলে খুঁদে ফুটবলারদের এই প্রতিযোগিতা। নৈশালোকে ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল চন্দননগর গড়বাটি আমরা কয়েকজন ও হাওড়া সালকিয়া কোচিং ক্যাম্প। ফাইনালে প্রায় একপেশে খেলে চন্দননগর গড়বাটি আমরা কয়েকজন ৪–১ গোলে সালকিয়া কোচিং ক্যাম্পকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করে। এই টুর্নামেন্টের সমস্ত কিছুর দায়িত্বে ছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিক দীপঙ্কর গুহ। ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, প্রাক্তন ফুটবলার তনুময় বসু, হুগলি–চুঁচুড়ার পুরপ্রধান গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের মাতা মলয়া মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টরা।

এদিন ম্যান অব দি ম্যাচ হয় সালকিয়া কোচিং ক্যাম্পের শুভ পাল, সেরা গোলকিপার মহম্মদ আলবিন মণ্ডল ও প্রসেনজিৎ মন্ডল। দুইজনেই গড়বাটি কোচিং সেন্টারের। প্রায় ৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে খুঁদে ফুটবলারদের এই ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখতে মানুষের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। ভাল লাগছিল এই ভেবে যে আজও বাংলার ফুটবল হারিয়ে যায়নি।

প্রসঙ্গত এই বছরই খুঁদে ফুটবলারদের নিয়ে সর্বভারতীয় সেরা টুর্নামেন্ট সুব্রত কাপ মহা সমারোহে পালিত হচ্ছে। যাতে হাজির থাকতে চলেছেন খোদ ফুটবল সম্রাট পেলে। দিল্লির এই অনুষ্ঠানে থাকার আগে দেশের ফুটবল মক্কা কলকাতাতেও পা রাখবেন ফুটবলের এই মহান প্রতিনিধি। ফলে ছোটদের নিয়ে হুগলির এই ফুটবল প্রতিযোগিতা এক চরম সন্ধিক্ষণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সমাজসেবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের পিতা শৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় নিজেও খুব বড়ো ফুটবলার ছিলেন। পিতার মতোই পুত্র জয়দীপও ছোটদের খেলাধুলোর মাধ্যমে শরীর গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নেন বারংবার। এই শিল্ডের আয়োজন তারই প্রতিভু। আগামী দিনে এখানকার ছোট ফুটবলাররা কলকাতা ময়দান তথা দেশের ফুটবল জগতে অংশ নিতে পারে বলে মনে করেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা।

উজ্জীবিত বিরাট বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রীলঙ্কা সফর তার দু হাত ভরিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মিডিয়ার প্রতিনিয়ত চর্চা, খারাপ ফর্ম সব এক নিমেষে দূরে সরিয়ে দিয়েছে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জয়। সামনে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার মোকাবিলা করতে হবে টিম ইন্ডিয়াকে। যদিও সেই সময় এখনও অনেক দূরে তাও কোনও রকম ফাঁক ফোকর রাখতে চাইছে না বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। কোহলির পাশাপাশি এই উজ্জীবিত দলের প্রধান মুখ হয়ে উঠেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ইশান্ত শর্মারা। বস্তুত বেশ কিছুদিন পরে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ছাপিয়ে যাচ্ছেন বোলাররা। তাতে সমান অংশীদারিত্ব রয়েছে পেসার এবং স্পিনারদের। স্পিন বরাবর ভারতের সম্পদ। তার সঙ্গে ইশান্ত শর্মা, বরুণ অ্যারন, উমেশ যাদবদের মতো আগ্রাসী ভূমিকার জোরে বোলার জুড়ে যাওয়ায় দলে বৈচিত্র্য এসেছে। তার সঙ্গে ১৯৮৩–র বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য রজার বিনি পুত্র স্টুয়ার্ট বিনির অলরাউন্ড দক্ষতা আরও প্রাণসঞ্চার ঘটিয়েছে। আসন্ন সিরিজে তাই প্রোটিয়াদের সমস্যায় ফেলতে বদ্ধপরিকর টিম বিরাট।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

অভিভাবকত্ব

জে এন রায়

নূতন ছাত্রীর বাড়িতে পৌঁছে প্রভাতবাবুর প্রথম প্রয়াস ছাত্রীর জড়তা ও আড়ষ্ঠতা কাটানো। অঙ্কের মতো বিষয়ের ক্ষেত্রে এটা বেশি প্রয়োজন বলে ওনার ধারণা। পাশে দাঁড়িয়ে মিলির মা সমানে বলে চলেছেন, স্যর যা জিগ্যাস করতাছেন, তার উত্তর দে। লজ্জা করতাছস ক্যান? তোর কী করতে ভাল লাগে তা কইয়া ফ্যালা। ছাত্রীটির মুখে কুলুপ, সে একবার মায়ের দিকে তাকাচ্ছে আর একবার নূতন গৃহশিক্ষকের দিকে দৃষ্টিপাত করছে আর হাত দিয়ে অঙ্ক–বইটা একবার খুলছে আর বন্ধ করছে। এসব ক্ষেত্রে মায়ের উপস্থিতি কাম্য নয়। তাই প্রভাতবাবু একফাঁকে ভদ্রমহিলাকে বললেন, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন?

জলটা নিয়ে এলে, প্রভাতবাবু ওনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, ঠিক আছে আপনি সংসারের কাজ সারুন, আমি এদিকটা দেখছি। মা প্রস্থানের পর মিলি মুখ খুলল এবং ক্রমশঃ সহজ হয়ে গেল। দুয়েকটা মজার আর হাসির কথা বলার ফলে পরিবেশটা অচিরেই বেশ হালকা হয়ে গেল। আর তখনই মিলিয়ে দাদু ঘরে ঢুকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

প্রভাতবাবু বোঝাচ্ছিলেন, এই মনে কর তুমি একটা শাড়ি পাঁচশত টাকায় কিনে শতকরা দশ টাকা লাভে বিক্রয় করতে চাও। তাহলে বিক্রয়মূল্য কত হবে?

মিলি আবার স্পিকটি নট। দাদু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না– দিনকে দিন তোর বুদ্ধি কি লোপ পাইতাছে? আরে এইডা বুঝতাছস না–

কোনওমতে পড়িয়ে, প্রভাতবাবু সেই যে ওই বাড়ি থেকে বেরোলেন, তারপর আর কোনওদিন ওই মুখো হন নি।

তোমরাও এমন ছোট ছোট গল্প ও কবিতা পাঠাও। ভালো হলে ছাপা হবে তোমাদের এই মনের খেয়াল বিভাগে। নাম জানাতে ভুলো না কিন্তু।

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

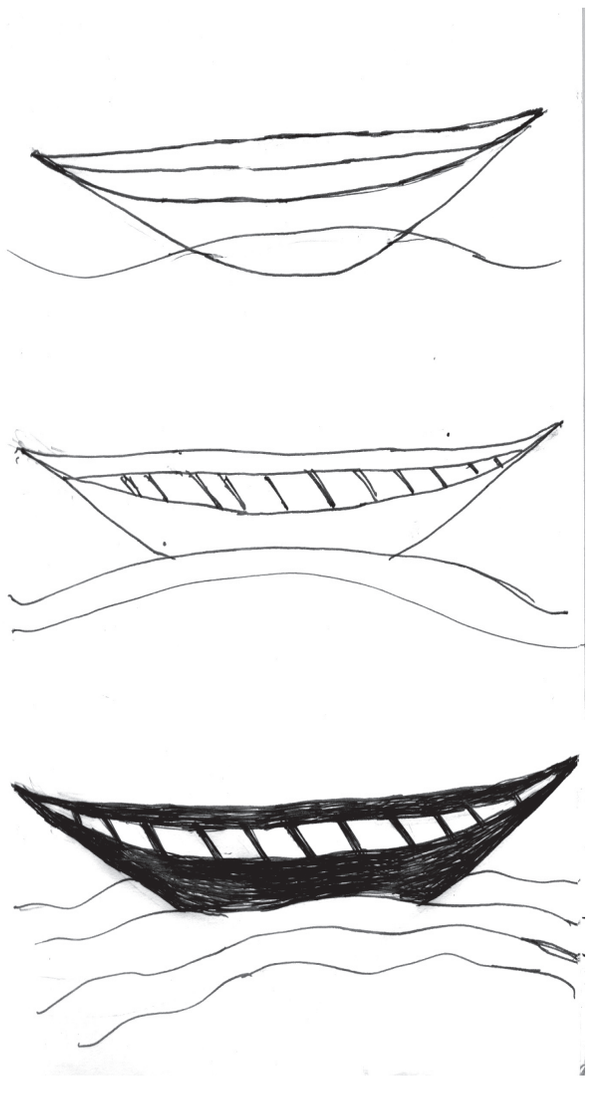

ধাঁধা

লাবণী মান্না

ছোট ছেলে বাবা–মায়ের সাথে চিড়িয়াখানায় গিয়েছে। বাঘের খাঁচার সামনে খুব ভিড় কারণ বাঘ খাঁচায় মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে সবাইকে গুঁতিয়ে গাঁতিয়ে এক্কেবারে বাঘের মুখোমুখি দাঁড়ানো আর চেঁচিয়ে বাবা মাকে ডেকে বলল, তোমরা তাড়াতাড়ি সামনে এসো–টাইগার আমার একদম মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।'' বাপি সবাইকে ঠেলেঠুলে সামনে এলেন কিন্তু মা পারলেন না ভিড়ের ঠেলায় তার হাইহিল জুতোর একপাটির হিল খুলে গেলো। তিনি একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ওপরের বর্ণনায় দুটি শব্দ আছে শব্দ দুটি জুড়লে একটা বিখ্যাত জায়গার নাম হয় বলতো সেই নামটা কী?

এসএমএস–এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ১১–১৮ তারিখের মধ্যে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

অদিতি প্রসাদ, ষষ্ঠ শ্রেণি, নিভা আনন্দ বিদ্যালয়

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com